নবীর শিক্ষা করোনা ভিক্ষা
মেহনত কর সবে
ভিক্ষুক
ও
ভিক্ষা
হাফেয মাওঃ হুসাইন বিন সোহ্‌রাব
(অনার্স হাদীস)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা, সঊদী আরব

ভিক্ষুক ও ভিক্ষা

হাফেয মাওঃ হুসাইন বিন সোহ্‌রাব
(অনার্স-হাদীস)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা
সৌদী আরব।

আর. আই.এস পাবলিকেশন্স, ঢাকা

ভিক্ষুক ও ভিক্ষা

হাফেয মাওঃ হুসাইন বিন সোহ্‌রাব

প্রকাশক

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সরদার

আর. আই. এস. পাবলিকেশন্স

শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২

তৃতীয় সংস্করণঃ (পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত)

আগষ্ট ২০০০ ঈসায়ী

জামাদীউল আওয়াল ১৪২১ হিজরী

কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রচ্ছদ

তাওহীদ কম্পিউটার্স এন্ড পাবলিশার্স

৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল

ঢাকা -১১০০, ফোন ঃ ৭১১২৭৬২

পরিবেশক

কাঁটাবন বুক কর্নার

কাঁটাবন মসজিদ মেইন গেট

নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

মুদ্রণে ঃ

হাবিব প্রেস লিমিটেড

৯, নবরায় লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৫১/= টাকা মাত্র

দু'টি কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভিক্ষাবৃত্তি একটি নিকৃষ্ট পেশা। এ পেশা একটি ঘৃণিত ও নিন্দনীয় পেশা। যে অসহায়, যে অক্ষম, কাজ করে খাবার মত যার কোন শক্তি নেই, এরূপ ব্যক্তি ছাড়া হাত পাতার অনুমতি কারো নেই। কিন্তু আমাদের দেশে এক শ্রেণীর সক্ষম ব্যক্তি এই নিকৃষ্ট পেশায় লিপ্ত। উপার্জন করে খাওয়ার মত শক্তি থাকা সত্ত্বেও মান সম্মানের মাথা খেয়ে নানা অজুহাত দেখিয়ে তারা অপরের কাছে হাত পেতে থাকে। এদেরকে ভিক্ষা দেওয়া মানেই যে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া, বিশিষ্ট আলেম, হাফেযে কুরআন, স্বচ্ছ চিন্তাধারার অধিকারী মাওলানা হুসাইন বিন সোহরাব এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় দলীল-দালায়েল দিয়ে তা সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর এই পুস্তক পড়ে আশা করি দাতারাও সতর্ক হবেন আর পেশাদার ভিক্ষুকরাও হুঁশিয়ার হবেন।

আমি লেখকের দীর্ঘজীবন কামনা করছি এবং সেই সঙ্গে তাঁর এই পুস্তক বাংলার ঘরে ঘরে বহুল প্রচার কামনা করছি।

আহকর

মোহাম্মদ আবূতাহের বর্দ্ধমানী

সম্পাদক

সাপ্তাহিক আরাফাত ও

খতীব বংশাল বড় মসজিদ, ঢাকা

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের অপার অনুগ্রহে "ভিক্ষুক ও ভিক্ষা" বইখানা প্রকাশ করতে পেরে তাঁর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

ভিক্ষাবৃত্তির উপর-একখানা বই লেখার আমার দীর্ঘদিনের আশা। কিন্তু কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে যথেষ্ট দলীল প্রমাণাদি আমার কাছে বিদ্যমান না থাকায় বিলম্ব ঘটে গেল। আল্লাহর মেহেরবানীতে বিশ্বের একজন প্রখ্যাত আলেম আল্লামা মুহ্য়ীউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া আন্নববীর (জন্ম ও মৃত্যু যথাক্রমে ৬৩১ ও ৬৭৬ হিজরী সনে দামেশকে) লিখিত "রিয়াযুস্ সালেহীন" গ্রন্থখানা আমার হস্তগত হওয়ায় এ কাজ আমার পক্ষে সহজ সাধ্য হয়েছে। ইমাম নববী তাঁর জীবদ্দশায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে "রিয়াযুস সালেহীন" গ্রন্থটিতে তিনি ভিক্ষাবৃত্তির নিষিদ্ধতার প্রামাণ্য দলীলাদি উল্লেখ করেছেন। এই মূল্যবান কিতাবখানাই আমাকে ভিক্ষুক ও ভিক্ষা বইটি লিখতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ইমাম নববী রিয়াযুস্ সালেহীন ও তাঁর অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করতে যে শ্রম ও কষ্ট করেছেন, আল্লাহ যেন তা কবূল করেন। আমীন ॥

আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি সমাজে মূল্যায়ন হবে বলে আমি দৃঢ় আশা পোষণ করি।

হে আল্লাহ! তুমি আমার এই প্রচেষ্টাকে কবূল কর এবং আমাকে এ ধরনের আরো বেশী বেশী খিদমত করার তাওফীক্ব দান কর। –আমীন ॥

খাদিম

হাফেয হুসাইন (আবূ নুফাই)

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

১। সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর ৭
১। সাহাবাগণ তীব্র ক্ষুধায়ও কারও কাছে কিছু চাইতেন না ১৬
২। সাহাবীদের ত্যাগ ও দরিদ্র জীবন যাপন ২২
৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে ভুখা থাকতেন ২৫
৪। কিয়ামতের দিন ভিক্ষুকদের কি অবস্থা হবে ২৯
৫। উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম ৩১
৬। দুনিয়ার অভাব অভাবই নয় ৩৩
৭। দরিদ্রতা আল্লাহর পরীক্ষা ও অনাহারে থাকার ফাযিলত ৩৬
৮। ভিক্ষা আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে ৩৯
৯। যে চায় সে প্রকৃত দরিদ্র নয় ৪১
১০। ভিক্ষুকদের প্রতারণার ঘটনা ৪৪
১১। পেট পূর্ণ করে খাওয়া নিকৃষ্ট আহার ৪৬
১২। মানুষ কারো অভাব পূরণ করতে পারে না ৪৮
১৩। কে সওয়াল করতে পারবে ৫০
১৪। দানশীল ব্যক্তিকেও হিসাব দিতে হবে ৫৩
১৫। ভিক্ষার হকদার কারা? ৫৫
১৬। কোন চাওয়াই ভাল না ৫৮
১৭। নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা ৬১
১৮। ভিক্ষুকদের ভর্ৎসনা করা যাবে না ৬৩
১৯। মাসিক প্রিয়জন পত্রিকার দৃষ্টিতে ভিক্ষুক ও ভিক্ষা ৬৬
২০। দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার দৃষ্টিতে ভিক্ষুক ও ভিক্ষা ৭২
২১। দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার দৃষ্টিতে ভিক্ষুক ও ভিক্ষা ৭৩
২২। দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকার দৃষ্টিতে ভিক্ষুক ও ভিক্ষা ৭৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

উক্ষা বৃত্তি-তা সভাব গুণে হোক আর পৈত্রিক সূত্রেই হোক– যদি কাউবে
য় দেখা যায় তবে সেই ভিক্ষুকের পেশাদারী কি রকম হবে তার একটা
চ দেওয়া হলো : দেখুন তো ঠিক কি না?
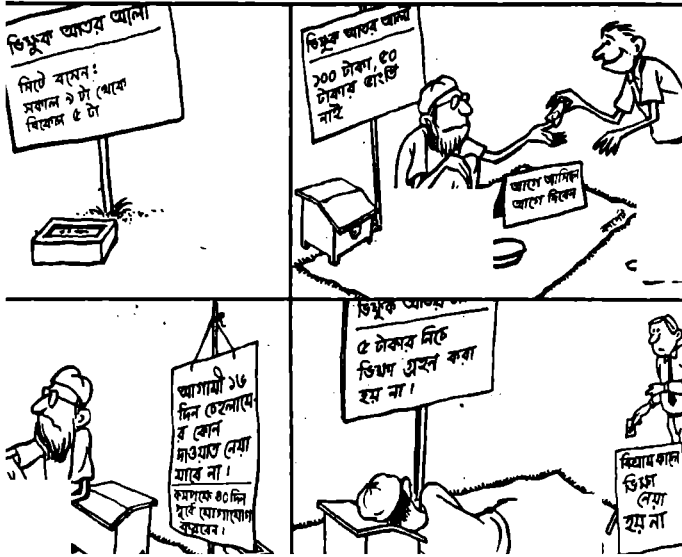
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ، وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّامَاسَعٰى *

"কোন ব্যক্তি কারও গুনাহ নিজে বহন করবে না এবং মানুষ তাই পায়— যা সে করে।" (সূরা ঃ নাজম ঃ ৩৮-৩৯)

ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির শাস্তি অপরের কাঁধে চাপানো হবে না এবং অপরের শাস্তি নিজে বরণ করার ক্ষমতাও কারও হবে না।

উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে, "মানুষ তা-ই পায়-যা সে করে।" এর মর্মার্থ এই যে, কারো 'আযাব যেমন অন্য কেউ গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি কারো উপার্জিত সম্পদও ধোকা দিয়ে ভোগ করার অধিকার কারও নেই। এতে করে সে অপরকে কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে না। এটা কেমন কথা যে, এক ব্যক্তি শ্রম ও মেধা দিয়ে উপার্জন করবে আর অপর ব্যক্তি সমস্ত কাজ কর্ম বাদ দিয়ে লোকের দ্বারে ঘুরে ফিরে কিছু আদায় করতে চেষ্টা করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَامِنْ دَابَّةٍ فِىْ الْاَرْضِ اِلَّاعَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِى كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ *

"সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিয়েছেন।" (সূরাঃ হুদ ৬)

উক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার দায়িত্ব সমুদয় প্রাণীকুলের রিযিক বা আহার দেয়া, তিনি নিজেই অনুগ্রহ করে এই দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। আর এক পরম সত্য হল.

দাতা ও সর্বশক্তিমান সত্তার ও'আদায় নড়চড় হওয়ার অবকাশ নেই। তাইতো মাতৃগর্ভে এবং ডিমের ভিতরের প্রাণী কুলের রিযিক অব্যাহত ভাবে তাদের কাছে পৌঁছতে থাকে। কিন্তু সবকিছু ভুলে গিয়ে আমরা আমাদেরই মত মানুষের কাছে এই হাতকে লম্বা করে নিজের আহারের দায়িত্ব তাদের উপর চাপাতে চেষ্টা করি। যদি কোন ব্যক্তি তার এই হাত দিয়ে উপার্জনের চেষ্টা না করে অবৈধভাবে ধোকা দিয়ে অন্যের মাল উপভোগ করে, আর উক্ত বস্তু তার রিযিক হওয়া সাব্যস্ত হয়, তবে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করার কারণে তা তার জন্য হারাম হয়ে যায়। যদি সে লোভের বশবর্তী হয়ে অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করত, তাহলে তার জন্য নির্ধারিত রিযিক বৈধ পন্থায় তার নিকট পৌঁছে যেত।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আবূ তালহা উম্মে সুলাইমকে বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনলাম। ক্ষীণতায় তিনি ক্ষুধার্ত আছেন বলে মনে হল। তিনি বললেন, তোমার কাছে কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ। অতঃপর তিনি কয়েক টুকরা যবের রুটি বের করে আনলেন এবং ওড়নার কতক অংশ দিয়ে রুটি পেঁচিয়ে দিলেন। অতঃপর পুঁটুলিটি আমার কাপড়ের নীচে ঢেকে দিয়ে ওড়নার কতকাংশ আমার ওপর উড়িয়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবীকে নিয়ে মসজিদে বসে রয়েছেন। আমি তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবূ তালহা তোমাকে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ খাবারের জন্য? আমি বললাম হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের বললেন ঃ চলো, সুতরাং সবাই রওয়ানা হলেন। আমিও তাঁদের আগে আগে এসে আবূ তালহাকে এ ব্যাপারে অবহিত করলাম। শুনে আবূ তালহা বললেন, হে উম্মে সুলাইম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সাহাবীদের নিয়ে এসে পড়েছেন, অথচ তাঁদের পরিবেশন করে খাওয়ানোর মতো কোন কিছুই

আমাদের কাছে নেই। তিনি (উম্মে সুলাইমকে) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। অতঃপর আবূ তালহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাত করতে চললেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সামনে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাক দিয়ে বললেন ঃ হে উম্মে সুলাইম! তোমার কাছে যা কিছু আছে নিয়ে এসো। তিনি সেই রুটিগুলো হাযির করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুটিগুলোকে টুকরা টুকরা করতে আদেশ দিলেন। এগুলো টুকরা করা হলো। উম্মে সুলাইম এর ওপর ঘিয়ের পাত্র জালিয়ে তরকারী তৈরী করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পছন্দ মোতাবেক বরকতের দু'আ পড়লেন। অতঃপর বললেন ঃ দশজনকে ভেতরে আসার অনুমতি দাও। তিনি (আবূ তালাহা) তাদের অনুমতি দিলেন। তারা ভেতরে এসে তৃপ্তির সাথে খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। অতঃপর আরো দশজনকে অনুমতি দেয়ার আদেশ দিলেন। তাদের অনুমতি দিলে তারাও খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। পুনরায় আরো দশজনের অনুমতির আদেশ দিলেন। এভাবে এ দলের সত্তরজন লোক সবাই পূর্ণ তৃপ্তির সাথে খেয়ে গেলেন। এ দলে সত্তরজন অথবা (রাবীর সন্দেহ) আশিজন লোক ছিলেন। (বুখারী, মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ অতঃপর দশজন দশজন করে ভেতরে আসতেই থাকলেন এবং খেয়ে বেরিয়ে যেতে লাগলেন। এমনকি তাদের কেউ বাকী রইল না; বরং প্রত্যেকেই ভেতরে প্রবেশ করে পেট ভরে খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। অতঃপর বাকী খাবার একত্রিত করে দেখা গেল যে, খাওয়া শুরু করার সময় যে পরিমাণ খাদ্য ছিলো, অনুরূপই আছে।

আরেকটি বর্ণনায় আছে ঃ অতঃপর তারা দশজন দশজন করে খেয়ে গেলেন। এভাবে আশিজনের খাওয়া হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও এ বাড়ীর লোক খাওয়া দাওয়া সারলেন এবং অতিরিক্তগুলো রেখে চলে গেলেন।

অপর একটি বর্ণনায় আছে ঃ তাদের খাওয়ার পরও এতো খাবার বেঁচে গিয়েছিল যে, তা প্রতিবেশীদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

আরেকটি বর্ণনায় আছে ঃ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন— আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি সাহাবাদের সাথে বসে রয়েছেন এবং পট্টি দিয়ে তাঁর পেট বেঁধে রেখেছেন। আমি সাহাবাদের কাউকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পেট বেঁধে রেখেছেন কেন? তাঁরা বললেন ঃ ক্ষুধার কারণে। এ কথা শুনেই আমি আবূ তালহার কাছে গেলাম। তিনি উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহানের স্বামী ছিলেন। আমি তাকে বললাম, হে পিতা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখে এসেছি, তিনি পট্টি দিয়ে তার পেট বেঁধে রেখেছেন। আমি এ ব্যাপারে কতক সাহাবীর কাছে জিজ্ঞেস করতে তাঁরা বললেন, ক্ষুধার কারণে তিনি পেট বেঁধে রেখেছেন। আবূ তালহা তৎক্ষণাৎ আমার মা'র কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে খাবারের কিছু আছে কি? তিনি বললেন, আমার কাছে রুটির টুকরা ও কিছু খেজুর আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাদের এখানে একাকী আসেন, তবে তাঁকে পেটপুরে খাইয়ে দিতে পারবো, আর যদি তাঁর সাথে আরো কেউ আসে, তবে তাঁদের জন্য পরিমাণে অল্প হয়ে যাবে। অতঃপর হাদীসের বাকী অংশ বর্ণনা করেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা খোদ গ্রহণ করেছেন, কাজেই অনাহারে কারো মৃত্যুবরণ করার কথাই নয়। অথচ বাস্তবে দেখা যায় অনেক প্রাণী ও মানুষ খাদ্যের অভাবে, অনাহারে ক্ষুধা পিপাসায় মারা যায়, এর রহস্য কি? এখানে রিযিক্বের দায়িত্ব গ্রহণের অর্থ হবে আয়ূষ্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা রিযিক্বের দায়িত্ব নিয়েছেন। আয়ুষ্কাল শেষ হওয়া মাত্র তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। সাধারণত বিভিন্ন রোগ ব্যাধির কারণে মৃত্যু হলেও কখনো কখনো অগ্নিদগ্ধ হওয়া, আঘাত বা দুর্ঘটনায় পতিত হওয়াও এর কারণ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে রিযিক বন্ধ করে দেয়ার কারণে অনাহারেও মৃত্যুর কারণ হতে পারে, কাজেই, আমরা যাদের অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে দেখি, আসলে তাদের রিযিক ও আয়ূ শেষ হয়ে

গেছে অতঃপর রোগ-ব্যাধি বা দুর্ঘটনায় তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি না ঘটিয়ে রিযিক সরবরাহ বন্ধ হওয়ার কারণে অনাহারে ও ক্ষুধা পিপাসায় তারা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়।

ইমাম কুরতুবী (রঃ) বলেন, আবূ মূসা (রাঃ) ও আবূ মালেক (রাঃ) প্রমুখ আশ'আরী গোত্রের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন যে, তারা ইয়ামান থেকে হিজরত করে মদীনা শরীফে পৌঁছলেন। তাদের সাথে পাথেয় স্বরূপ আহার্য পানীয় যা ছিল, তা নিঃশেষ হয়ে গেলে তারা নিজেদের পক্ষ হতে একজনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে পাঠালেন। সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরের নিকট হাজির হয়ে বাহির থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ শুনলেন। তিনি পাঠ করছিলেন।

"পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই, যার রিযিক্বের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেন নি।" (সূরা হুদ)

সাহাবী অত্র আয়াত শ্রবণ করে মনে করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং যখন যাবতীয় প্রাণীকুলের রিযিক্বের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আমরা আশ'আরী গোত্রের লোকেরা আল্লাহ তা'আলার নিকট নিশ্চয় অন্যান্য জন্তু জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট নই, অতএব তিনি অবশ্যই আমাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। এই ধারণা করে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নিজেদের অসুবিধার কথা না বলে সেখান থেকে ফিরে গিয়ে স্বীয় সাথীদের বললেন শুভ সংবাদ! তোমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য আসছে। তারা এ কথার অর্থ বুঝলেন যে, তাদের মুখপাত্র নিজেদের দূরবস্থার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবহিত করার পর তিনি তাদের খাবারের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দান করেছেন, তাই তারা নিশ্চিত মনে বসে রইলেন, এমন সময় দুই ব্যক্তি গোশত রুটি নিয়ে আসলেন। অতঃপর দেখা গেল লোকদের আহার করার পরও প্রচুর রুটি গোশত থেকে গেল। তখন তারা পরামর্শ করে অবশিষ্ট

খানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পাঠিয়ে দেয়া বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। যেন তিনি প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করতে পারেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের দুই ব্যক্তির মাধ্যমে তা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। তারা খাবার নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। আপনার পাঠানো রুটি মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু এবং প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তো কোন খাদ্য প্রেরণ করিনি। তখন তারা পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, আমাদের অসুবিধার কথা আপনার কাছে বলার জন্য অমুক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি ফিরে গিয়ে এ কথা বলেছিলেন। ফলে আমরা মনে করেছি যে, আপনিই খানা পাঠিয়েছেন, এবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি নই বরং ঐ পবিত্র সত্তা প্রেরণ করেছেন যিনি সকল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন।

আবু আব্দুল্লাহ জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ উবাইদার নেতৃত্বে আমাদের কুরাইশদের একটি কাফেলার মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন এবং আমাদের মাত্র এক বস্তা খেজুর প্রদান করেন, এছাড়া আর কিছুই দেননি। আবূ উবায়দা আমাদের একেক জনকে রোজ একটি করে খেজুর দিতেন। তাঁকে (আব্দুল্লাহ ইবনু জাবেরকে) জিজ্ঞেস করা হলো, একটি খেজুরে আপনাদের চলতো কি করে? তিনি বলেন, শিশুরা যে রূপ চোষে, আমরাও সেরূপে চুষতে থাকতাম, অতঃপর পানি পান করতাম, এভাবে সারাদিনের জন্য আমাদের যথেষ্ট হয়ে যেতো। আর আমরা লাঠি দিয়ে গাছের পাতা পেড়ে পানিতে ভিজিয়ে খেতাম। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর আমরা সমুদ্রের উপকূলে পৌঁছে গেলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম সমুদ্র উপকূলে বিরাট টিলার মত মস্তবড় একটি বস্তু পড়ে আছে। আমরা এর কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম যে, বিশাল বড় এক সামুদ্রিক জীব। একে আম্বর বা তিমি বলা হয়। আবূ উবাইদা বললেন, এটা তো মৃত। পুনরায়

তিনি বললেন, না, আমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরিত বাহিনী এবং আল্লাহর পথের মুজাহিদ, আর তোমরা তো অক্ষম। কাজেই এটা তোমাদের জন্য হারাম নয়। সুতরাং তোমরা খেতে পারো। অতঃপর আমরা এক মাস পর্যন্ত এটা খেয়েই অতিবাহিত করলাম। আর আমরা তিনশ' লোক ছিলাম। এটা খাওয়ার ফলে সবাই মোটা হয়ে গেলাম। আর আমরা এও দেখেছি যে, মশক ভরে ভরে এর চোখের বৃত্ত থেকে তেল বের করতাম এবং বলদের গোশতের টুকরার মত টুকরা কেটে বের করতাম। একদা আবূ উবায়দা আমাদের তেরোজনকে নিয়ে এর চোখের বৃত্তে বসিয়ে দিলেন এবং এর পাঁজরসমূহের মধ্যে থেকে একটি পাঁজর দাঁড় করালেন এবং আমাদের সাথের সবচেয়ে বড় একটি উটের ওপর হাওদা রেখে এর নীচে দিয়ে চালিয়ে দিলেন। অবশেষে এর কিছু গোশত আমরা রসদের জন্য পাকিয়ে রেখে দিলাম। অতঃপর আমরা মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হলাম। আমরা তাঁর কাছে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের রিযিক হিসেবে এটা প্রদান করেছেন। তোমাদের কাছে এর কিছু গোশত আছে কি? তাহলে আমাদের খাওয়াতে পারতে। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কিছু গোশত পাঠিয়ে দিলাম এবং তিনি তা খেলেন। (মুসলিম)

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পরিখার যুদ্ধে আমরা খন্দক খনন করছিলাম, এমন সময় একটি কঠিন পাথর বের হলো। তাঁরা (সাহাবীরা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে বললেন, খন্দকে একটি কঠিন পাথর বেরিয়েছে। তিনি বললেন ঃ আমি নেমে দেখবো। এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আর এ সময় ক্ষুধার কারণে তাঁর পেটে পাথর বাঁধা ছিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কোদাল হাতে নিয়ে পাথরে আঘাত করলেন, আর পাথরটি টুকরা টুকরা হয়ে বালিতে পরিণত হয়ে গেলো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দিন। অতঃপর আমি বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে

বললাম, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যে অবস্থায় দেখে এসেছি, তাতে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। তোমার কাছে কিছু আছে কি? সে বললো, আমার কাছে কিছু যব আছে আর একটি ছাগল ছানা আছে। আমি ছাগল ছানাটি যবেহ করলাম এবং যব পিশলাম। অতঃপর ডেকচিতে গোশত চড়িয়ে দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে উপস্থিত হলাম। ইতোমধ্যে আটা রুটি তৈরীর উপযুক্ত হয়ে গেছে এবং উনুনের ডেকচিতে গোশত পাকানো হয়েছে। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অল্প কিছু খাবারে ব্যবস্থা করেছি। দয়া করে আপনি এবং সাথে এক অথবা দুজন লোক নিয়ে চলুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমরা কতোজন যাবো? আমি তাকে পরিমাণ খুলে বললাম। তিনি বললেনঃ আমরা বেশী গেলেই উত্তম হবে। তুমি তাকে (তোমার স্ত্রীকে) বলো. আমি না আসা পর্যন্ত ডেকচি নামিও না এবং উনুন থেকে রুটি বের করো না। অতঃপর তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন ঃ সকলেই চলো। অতএব মুহাজির ও আনসার সকলেই রওয়ানা দিলেন। আমি স্ত্রীর কাছে এসে বললাম, তোমার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার মুহাজের ও তাঁর সাথের সবাই এসে গেছেন। সে বললো, তিনি কি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছেন? আমি বললাম, হাঁ। অতঃপর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসলেন এবং সাহাবীদের বললেন— তোমরা প্রবেশ করো, কিন্তু ভিড় কর না। তারপর তিনি রুটি টুকরো টুকরো করতে শুরু করলেন এবং এর ওপর গোশত দিতে লাগলেন। আর ডেকচি ও উনুন ঢেকে ফেললে তিনি তা থেকে সাহাবীদের কাছে এনে ঢেলে দিতেন। এভাবে রুটি টুকরো করতেই থাকলেন এবং তাতে তরকারী ঢেলে দিতে থাকলেন। অবশেষে সকলেই পূর্ণ তৃপ্তিসহকারে পেটভরে খেলেন আর কিছু অবশিষ্টও থাকলো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তুমি (জাবেরের স্ত্রী) খাও এবং যাদের ক্ষুধা পেয়েছে তাদের হাদিয়া দাও। **(বুখারী, মুসলিম)**

অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ জাবের বলেন, পরিখা খননের সময় আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে ক্ষুধার চিহ্ন দেখতে পেয়ে

আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে এলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে কিছু আছে কি? কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খুবই ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখে এসেছি। অতঃপর সে এক সা' যব ভর্তি একটি থলে বের করে দিলেন। আর আমাদের পালিত একটি ভেড়ার বাচ্চা যবেহ করলাম। সে যব পিশে ফেললো। আমি অবসর হয়ে গোশত টুকরো করে ডেকচিতে চড়িয়ে দিলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফিরে যেতে উদ্যত হতেই সে (রাবীর স্ত্রী) বললো, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের সামনে লজ্জিত কর না। অতঃপর আমি তাঁর কাছে হাযির হয়ে চুপে চুপে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের একটি ভেড়ার বাচ্চা ছিল, তা যবেহ করেছি ও সে (রাবীর স্ত্রী) এক সা' যব পিশে আটা তৈরী করেছে। সুতরাং দয়া করে আপনি কয়েকজন লোক সাথে নিয়ে চলুন। এ কথা শুনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ আমি না আসা পর্যন্ত উনুন থেকে ডেকচি নামিও না। এবং আটার রুটি পাকিও না। আমি এসে পড়লাম আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার আগে আগে আসলেন। আমি আমার স্ত্রীর কাছে এসে সব বললে সে বললো, তুমিই লজ্জিত হবে, তুমিই অপমানিত হবে। আমি বললাম, তুমি যা বলে দিয়েছিলে, আমি তো তাই করেছি। অতঃপর সে খামীর করা আটা বের করে দিল। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাতে মুখের লালা মিলিয়ে বরকতের দু'আ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ রাঁধুনীকে ডাকো। সে তোমাদের সাথে রুটি পাকাবে এবং ডেকচি থেকে গোশত বের করবে। কিন্তু উনুন থেকে তা নামানো হবে না। সে সময় এক হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি ঃ তারা সবাই পেট ভরে খেয়ে গেলেন এবং অবিশিষ্ট রেখে চলে গেলেন। আর এদিকে আমাদের ডেকচিতে জোশ মারার শব্দ হচ্ছিল এবং একইভাবে রুটিও পাকানো হচ্ছিল।

সাহাবাগণ তীব্র ক্ষুধায়ও কারও কাছে কিছু চাইতেন না

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ *

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "প্রকৃত দাবী সেই অভাবীদেরই যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে। জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ভ্রমণ করতে সক্ষম নয়। সাহায্য না চাওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাব মুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি মিনতি করে ভিক্ষা চায় না।"(সূরা ঃ আল-বাক্বারা২৭৩)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই! রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে ক্ষুধার কারণে আমি আমার পেট মাটির সাথে লাগিয়ে রাখতাম। কখনো আবার ক্ষুধার কারণে কোন ভারী পাথর পেটে বেঁধে রাখতাম। একদা আমি লোক চলাচলের পথের ওপর বসে থাকলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে পথ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন এবং মুখমণ্ডলের অবস্থা ও অন্তরের কথা বুঝে ফেললেন। অতঃপর বললেন ঃ হে আবূ হুরাইরা! আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত আছি। তিনি বললেন ঃ আমার সাথে এসো। এ কথা বলে তিনি রওয়ানা দিলেন। আমিও তাঁর পিছে পিছে গেলাম। অতঃপর তিনি অনুমতি নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে অনুমতি প্রদান করলে আমিও প্রবেশ করলাম। তিনি এক পেয়ালা দুধ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ দুধ কোত্থেকে এসেছে?

পরিবারের লোকেরা বললো, অমুক ব্যক্তি বা (রাবীর সন্দেহ) অমুক মেয়েলোক আপনার জন্য হাদিয়া পঠিয়েছে। তিনি বললেন ঃ হে আবূ হুরাইরা! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার খেদমতে হাযির আছি। তিনি বললেন ঃ যাও তো, আসহাবে সুফ্‌ফাদের ডেকে নিয়ে এসো।

আবূ হুরাইরা বললেন ঃ আসহাবে সুফ্‌ফারা হলো ইসলামের মেহমান। তাদের বাড়ী-ঘর, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ কিছুই ছিল না। এমন কোন বন্ধুবান্ধবও তাদের ছিল না যাদের বাড়িতে গিয়ে তারা থাকতে পারতো। তাঁর (রাসূলের) কাছে কোনো সাদকার মাল আসলে, তিনি তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন, তিনি তাতে হাত দিতেন না। আর যখন কোন হাদিয়া বা উপহার আসতো, তখন তিনি তাদের ডেকে কিছু পাঠিয়ে দিতেন আর নিজেও তা থেকে গ্রহণ করতেন।

সেদিন তাদের ডাকার কথা বলাতে আমি খুব অস্বস্তি বোধ করলাম। আমি মনে মনে বললাম, আসহাবে সুফ্‌ফার মধ্যে এইটুকু দুধে কি হবে? আমি তো বেশী হকদার ছিলাম, এ দুধের কিছু পান করে শক্তি অনুভব করতাম। আর তারা যখন আসবে, তাদের দুধ পরিবেশন করার জন্য তিনি তো আমাকেই আদেশ দেবেন। তাদের সবাইকে দেয়ার পর এ থেকে আমি কিছু পাব বলে তো মনে হচ্ছে না। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ মান্য করা ছাড়া কোন উপায়ও ছিল না। কাজেই আমি তাঁদের ডাকলাম। তাঁরা এসে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাদের অনুমতি দিলেন। তাঁরা ঘরের ভেতরে নিজ নিজ জায়গায় বসে পড়লেন। এবার তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন ঃ হে আবূ হুরাইরা! আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার কাছেই উপস্থিত আছি। তিনি বললেন ঃ দুধের পেয়ালাটি নিয়ে তাদের পরিবেশন করো। তিনি (আবূ হুরাইরা) বললেন, অতঃপর আমি পেয়ালা নিয়ে এক একজনকে দিতে শুরু করলাম। তিনি তৃপ্তির সাথে পান করে আমাকে পেয়ালা ফেরত দিতেন, অতঃপর

আরেকজনকে দিতাম, তিনিও পূর্ণ তৃপ্তির সাথে পান করে আমাকে পেয়ালাটা ফেরত দিতেন। এভাবে সবার শেষে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পেয়ালা নিয়ে হাযির করলাম। অথচ উপস্থিত সকলেই তৃপ্তির সাথে তা পান করেছেন। তিনি পেয়ালাটা নিয়ে নিজের হাতে রেখে মুচকি হেসে বললেন ঃ হে আবূ হুরাইরা! আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার খেদমতেই হাযির। তিনি বললেন— বসো এবং দুধ পান করো। অতঃপর আমি বসে তা পান করলাম। তিনি আবার বললেন ঃ পান করো, আবার পান করলাম। অতপর তিনি আমাকে পান করার কথা বলতেই থাকলেন। অতঃপর অবশেষে আমি বললাম, না, আর পারবো না। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন। এর জন্য আমার পেটে আর কোনো খালি জায়গা নেই। তিনি বললেন ঃ আমাকে এবার তৃপ্ত করো। আমি তাঁকে পেয়ালা দিলে তিনি মহান আল্লাহর তারীফ ও শুকরিয়া সূচক বাক্য আলহামদু লিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলে অবশিষ্ট দুধ পান করলেন। (বুখারী)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ وَإِنِّيْ لَأَخِرُّ فِيْمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلٰى حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَغْشِيًّا عَلَيَّ ، فَيَجِيْءُ الْجَائِيْ ، فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلٰى عُنُقِيْ ، وَيَرَى أَنِّيْ مَجْنُوْنٌ وَمَابِيْ مِنْ جُنُوْنٍ ، مَابِيْ إِلَّا الْجُوْعُ *

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, "আমি নিজেকে এমন অবস্থায়ও দেখেছি যখন আমি ক্ষুধার তাড়নায় বেহুশ হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বর ও আয়েশার (রাঃ) কক্ষের মাঝখানে পড়ে থাকতাম। কেউ কেউ এসে আমাকে পাগল মনে করে কাঁধে পা রাখতো। অথচ আমার মধ্যে পাগলামী মোটেই ছিল না বরং ছিল ক্ষুধার তীব্রতা।"

(বুখারী)

উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আবূ হুরাইরা (রাঃ) ক্ষুধার তাড়নায় হয়তবা নিজের অজান্তেই রাস্তার মাঝখানে পড়ে থাকতেন। নিশ্চয় একজন সুস্থ ও সচেতন ব্যক্তি এভাবে রাস্তার ধারে পড়ে থাকলে তাকে এ পড়ে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করাটাই স্বাভাবিক। হয়তবা আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কেও এমনি ভাবে তার পড়ে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করাতে তিনি একটু হাসতে চেষ্ট করে বলেছেন এমনিতেই পড়ে আছি, আমার কিছুই হয়নি। বর্তমান যুগের ভিক্ষুকদের মত ঘুরা ফেরা করে ভিক্ষা করা তো দূরের কথা, জিজ্ঞাসিত হওয়ার পরও তার প্রচণ্ড ক্ষুধার কথা প্রকাশ করেননি। তাই লোকেরা ধরে নিয়েছে লোকটি পাগল।

অন্য এক হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হয় ঃ

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ، يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِيْ الصَّلَاةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ ـ وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ ـ حَتّٰى يَقُوْلَ الْأَعْرَابُ : هٰؤُلَاءِ مَجَانِيْنُ ، فَإِذَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى ، لَاحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوْا فَاقَةً وَحَاجَةً *

ফুযালা ইবনু 'উবায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবাদের নিয়ে নামায পড়তেন, তখন তাঁর পেছনে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ক্ষুধার তাড়নায় কয়েকজন মাটিতে ঢলে পড়ে যেতেন। আর তাঁরা আসহাবে সুফ্ফার অন্তর্গত ছিলেন। বেদুঈনরা তাদের পাগল বলে আখ্যায়িত করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন— তোমরা যদি জানতে পারতে যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের

জন্য কি মর্যাদা ও সামগ্রী মজুদ আছে তাহলে ক্ষুধা ও অভাব আরো বৃদ্ধি হওয়ার কামনা করতে।" (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণ কঠিন অভাব অনটনে জীবন যাপন করেও মানুষের কাছে লজ্জায় মোটেই তাদের এ তীব্র অভাবের কথা প্রকাশ করেননি। তাদের হাতকে লোকের কাছে লম্বা করতে ঘৃণা বোধ করেছেন। উক্ত হাদীসই তার জ্বলন্ত প্রমাণ; তাছাড়া সাহাবীগণ যে কষ্ট ও ক্ষুধা নিয়ে জীবন যাপন করেছেন তা নিম্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়।

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণ যখন নামাযের অবস্থায় ক্ষুধার তীব্রতায় মাটিতে ঢলে পড়ে যেতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন ঃ তোমরা যদি জানতে পারতে যে আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের জন্য কি মর্যাদা ও সম্পদ মজুদ আছে তাহলে ক্ষুধা ও অভাব আরো বৃদ্ধি হওয়ার কামনা করতে।" (তিরমিযী)

এখানে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের করুণ অভাব ও ক্ষুধার তীব্রতার কথা পরিস্কার বুঝতে পারতেন এবং এ অবস্থায় তাদের জন্য বৈধ ছিল অন্যের কাছে হাতকে লম্বা করা তা সত্ত্বও তিনি ক্ষুধা ও অভাবকে সহজ ভাবে মেনে নেয়ারই উৎসাহ দিয়েছেন। কারণ ক্ষুধার এ মর্মান্তিক কষ্টকে কিছু মনে না করলেই ধৈর্যধারণ করা সহজ হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের এক মুঠো খাবারের জন্য নামায শেষে দাঁড়িয়ে লোকের কাছে আবেদন করতে বলেননি। অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঘুরে ঘুরে তাদের আহারের জন্য চাঁদাও উঠাননি। এখন আমাদের যুগে আমাদের দেশে ঐ চাওয়ার বৈধতার আয়াত ও হাদীসকে সম্মুখে রেখে মসজিদেই হোক আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতেই হোক লোকেরা যে ভাবে সওয়াল করে থাকে তাদের দান করা মোটেই বৈধ

নয় কারণ, যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন প্রকারের লোকের জন্য সওয়াল করার অনুমতি দিয়েছেন, তবুও সেখানে শর্ত রয়েছে যে, অভাবগ্রস্থ ব্যক্তি সত্যিই অভাবের শিকার হয়েছে কি না এর জন্য তিনজন সচেতন (ঈমানদার) ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে এবং সে অভাবগ্রস্থ ব্যক্তি শুধু মাত্র তার প্রয়োজন মেটানো পরিমাণ সওয়াল করবে, অতঃপর বিরত থাকবে। অভাবের সুযোগ নিয়ে সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সওয়াল করলেই তার জন্য হারাম হয়ে যাবে।

সাহাবীদের ত্যাগ ও দরিদ্র জীবন যাপন

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ ، مَامِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ ، وَإِمَّاكِسَاءٌ ، قَدْ رَبطُوا فِيْ أَعْنَاقِهِم ، فَمِنْهَا مَايَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَّةَ أَنْ تَرَىٰ عَوْرَتَهُ *

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি সত্তরজন আসহাবে সুফ্ফাকে দেখেছি (১) তাঁদের কারো কোন চাদর ছিল না। কারো হয়তো একটি লুংগী আর কারো একটি কম্বল ছিল। তারা এটাকে নিজেদের গলায় বেঁধে রাখতেন। কারোটা হয়তো তাঁর পায়ের গোছার অর্ধাংশ পর্যন্ত পৌঁছতো; আর কারোটা হাঁটু, পর্যন্ত। লজ্জাস্থান দেখা যাওয়ার ভয়ে তারা হাত দিয়ে এটাকে ধরে রাখতেন। (বুখারী)

(১) আস্হাবে সুফ্ফা সেসব বিদ্যোৎসাহী সাহাবীদের বলা হয়, যাঁরা বাড়ীঘর ছেড়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে জ্ঞান সংগ্রহে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাঁরা মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় থাকতেন। যুদ্ধের ডাক দেয়া হলে অংশগ্রহণ করতেন। মোটা পশমী কম্বল পরতেন। তাদের ভরণপোষণের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপরেই দায়িত্ব ছিল। তাঁদের অত্যন্ত দ্বীনহীন ও পবিত্র জীবন যাপনের জন্য ইসলামের ইতিহাসে তাঁরা বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : إنِّي مَجْهُودٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَقَالَتْ : وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّامَاءٌ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى ، فقالت مثل ذٰلِكَ ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذٰلِكَ : لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّامَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عليهِ وَسَلَّم مَنْ يُضِيْفُ هٰذَا اللَّيْلَةَ ؟ فقال رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلٰى رَحْلِهِ ، فقال لِامْرأتِهِ : أَكْرِمِيْ ضَيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليهِ وسَلَّمَ *

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ فَقَالَتْ : لَا إِلَّاقُوْتَ صِبْيَانِي قَالَ : عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ وَإِذَا أَرَادُ وَالْعَشَاءَ ، فَنَوِّمِيْهِمْ ، وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا ، فَأَطْفِئِيْ السِّرَاجَ ، وَأَرِيْهِ أَنَا نَأْكُلُ ، فقعدوا وأكل الضَّيْفُ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، غَدًا عَلٰى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليهِ وَسَلَّمْ : فَقَالَ : لَقَدْ عَجِبَ اللّٰهُ مِنْ صَنِيْعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ*

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একটি লোক এলো। সে বলল ঃ আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালেন। তাঁর স্ত্রী বললেন ঃ শপথ সেই সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। আমার নিকট শুধু পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। আরেক স্ত্রীর কাছে পাঠালে তিনিও অনুরূপ জওয়াবই দিলেন। এমন কি একে একে প্রত্যেকে একই রকম না সূচক জওয়াব দিলেন।

বললেন ঃ শপথ সেই সত্তার যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমার কাছে পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের বললেন ঃ আজ রাতে কে এই লোকের মেহমানদারী করবে? এক আনসারী বললেন ঃ আমি করব, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি তাকে যথারীতি নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। স্ত্রীকে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ মেহমানের যথাযথ খাতির সমাদর করো। আরেক রেওয়ায়েতে রয়েছে ঃ আনসারী তার স্ত্রীকে বললেন ঃ তোমার কাছে (খাবার) কিছু আছে কি? তিনি বললেন ঃ না, বাচ্চাদের খাবার (পরিমাণ) ছাড়া আর কিছু নেই। আনসারী বললেন ঃ বাচ্চাদের কিছু একটা দিয়ে ভুলিয়ে রাখ। ওরা সন্ধ্যার খানা চাইলে ওদের ঘুম পাড়িয়ে দিয়ো। আমাদের মেহমান (ও খানা) যখন এসে যাবে, তখন বাতি নিভিয়ে দেবে, আর তাকে এটাই বোঝাবে যে, আমরাও খানা খাচ্ছি। যেই কথা সেই কাজ। তারা সবাই বসে গেলেন। এদিকে মেহমান খানা খেয়ে নিলেন। আর তারা উভয়ে সারারাত উপোস কাটিয়ে দিলেন। পর দিন প্রত্যুষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ রাতে মেহমানের সাথে তোমরা যে আচরণ করেছো, তাতে আল্লাহ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। **(বুখারী, মুসলিম)**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে ভুখা থাকতেন

"আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পরিবার কোনদিন একাধারে দু'দিন পেট পুরে যবের রুটি খেতে পাননি। **(বুখারী মুসলিম)**

অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা আসার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর পরিবারের লোকজন একাধারে তিন দিন পেট ভরে গমের রুটি খেতে পাননি।

وَفِيْ رِوَايَةٍ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ *

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيْتُ اللَّيَالِي الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا ، وَأَهْلُهُ لَايَجِدُوْنَ عَشَاءً ، وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيْرِ *

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত ভুখা থাকতেন, আর তাঁর পরিবারে রাতের খাবার জুটতো না। প্রায়ই তাঁদের খাবার হতো যবের রুটি। **(তিরমিযী)**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কঠিন অভাব অনটনে তার প্রিয় সাহাবা মদীনাবাসীদের মধ্যে যাঁরা সম্পদশালী ছিলেন তাঁদের কাছে সাহায্য চাওয়া তো দূরের কথা তিনি যদি তাঁর পরিবারের এ অভাব

অনটনের কথা বিন্দু মাত্র বুঝতে দেওয়ার চেষ্টা করতেন তাহলে আমাদের দেশে বর্তমানে পীর ফকীরদের বাড়িতে মুরিদরা যেভাবে সম্পদ, (গরু, ছাগল) ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হয়, তেমনি ভাবে চারিদিক থেকে সাহাবা কেরাম বিভিন্ন ধরনের মাল সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হতেন। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ভুখা ও অনাহারে থাকার মর্ম সাহাবগণ আঁচ করতে পেরে তারা মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য সম্পদ নিয়ে আসলেও তিনি তা নিজের জন্য কোনদিনই ধরে রাখতেন না বরং গরীব সাহাবাদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। তাইতো তিনি বলেন ঃ

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض:) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص:) لَوْ كَانَ لِى مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِى اَنْ لَايَمُرَّ عَلَىَّ ثَلٰثُ لَيَالٍ وَعِنْدِى مِنْهُ شَيْءٌ اِلَّاشَيْءٌ اَرْصُدُهٗ لِدَيْنٍ *

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার নিকট যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণও স্বর্ণ থাকে, তাহলে তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পরও সে স্বর্ণের সামান্য কিছু আমার কাছে অবশিষ্ট থাকুক তা আমি পছন্দ করি না। তবে হাঁ আমার দেনা পরিশোধের জন্য যেটুকু প্রয়োজন কেবলমাত্র সে টুকু রেখে বাকী সব আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিব। **(বুখারী)**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদাই নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়ার উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং ভিক্ষা করা থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। মূলতঃ ভিক্ষা করে জীবন যাপন করার কোন বৈধতাই নেই।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، مَا أَصَابَ النَّاسِ مِنَ الدُّنْيَا ، فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِى مَا يَجِدُمِنْ

الدَّقَل مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ *

নুমান ইবনু বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যেসব লোকের পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ ও ধন-সম্পদ অর্জিত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি, সারাদিন তাঁর (নাড়িভুঁড়ি) পেঁচিয়ে থাকতো, অথচ তাঁর পেটে দেয়ার জন্য এমন কোনো নষ্ট-পুরোনো খেজুরও মিলতো না। (মুসলিম)

عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ، رَضِيَ اللّٰه عَنْهُ ، قَالَ : نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلٰى حَصِيْرٍ ، فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِيْ جَنْبِهِ ، قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً ! فَقَالَ : مَالِيْ وَلِلدُّنْيَا؟ مَا أَنَا فِيْ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا *

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাটাইয়ের (মাদুর) ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে ওঠার পর আমরা তাঁর শরীরে চাটাইয়ের দাগ দেখে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যদি আপনার জন্য একটি তোষক বানিয়ে দিতাম! তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি তো দুনিয়াতে এরূপ একজন মুসাফির, যে গাছের ছায়াতলে বিশ্রাম নেয়, অতঃপর তা ছেড়ে দিয়ে চলতে শুরু করে। (তিরমিযী)

وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ : وَاللّٰهِ يَا ابْنَ أُخْتِيْ إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرَ إِلٰى الْهِلَالِ ، ثم الْهِلَالِ : ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِى شَهْرَيْنِ ، وَمَاأُوْقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰه ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَارٌ

قُلْتُ : يَاخَالَةُ فَمَاكَانَ يُعَيِّشُكُمْ ؟ قَالَتْ : الْأَسْوَدَانِ : التَّمرُ وَالْمَاءُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيْرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يُرْسِلُوْنَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ مِنْ أَلْبَانِهَا فَيَسْقِيْنَا *

উরওয়া থেকে বর্ণিত, আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! হে ভাগ্নে! আমরা একটা নতুন চাঁদ দেখতাম, তারপর আর একটা নতুন চাঁদ দেখতাম, তারপর আর একটা নতুন চাঁদ দেখতাম, এভাবে দু'মাসে তিন তিনটা নতুন চাঁদ দেখে ফেলতাম। অথচ এ দীর্ঘ সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো ঘরেই আগুন জ্বালানো হতো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে খালাম্মা! তাহলে আপনারা জীবন যাপন করতেন কিরূপে? তিনি বললেন, দুটি কালো বস্তু-খেজুর আর পানি পান করে জীবন কাটাতাম। তবে হাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকজন আনসার প্রতিবেশী ছিলেন। তাদের কাছে দুগ্ধবর্তী উটনী ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কিছু দুধ পাঠাতেন। আর তিনি তা আমাদের পান করাতেন।

(বুখারী, মুসলিম)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ *

নুমান ইবনু বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি, তিনি তাঁর পেট ভরার জন্য পুরানো বিনষ্ট খেজুরও পেতেন না। **(মুসলিম)**

কিয়ামতের দিন ভিক্ষুকদের কি অবস্থা হবে

عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : لَاتَزَالُ الْمَسَالَةُ بِأَحَدِ كُمْ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالَى وَلَيْسَ فِىْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের যে ব্যক্তি সর্বদা চেয়ে-চিন্তে বেড়ায়, আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করার সময় তার মুখমণ্ডলে এক টুকরো গোশতও থাকেব না। **(বুখারী, মুসলিম)**

অল্পে তুষ্ট না হওয়া ও চাওয়া থেকে বিরত না থাকার পরিণামে যে আ'যাব হবে তাই এখানে প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করলে তার চেহারায় আ'যাবের কথা বলেছেন। এই জন্য যে, মানুষের কাছে এই মুখ দিয়েই কাকুতি মিনতি করতে হয়। অথচ উচিত ছিল এ কাকুতি মিনতি সেই দাতা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহরই কাছে করা।

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অপরের কাছে কিছু চাওয়াটাই হচ্ছে আহত হওয়া। এর দ্বারা ভিক্ষুক তার মুখমণ্ডলকে আহত করে।" **(তিরমিযী)**

যদি কোন ভিক্ষুক সারাদিন পঞ্চাশ জন লোকের দ্বারে সোয়াল করে যেন সে তার মুখ মণ্ডলে পঞ্চাশটি ঘুঁসি মারে। এমনি ভাবে যদি প্রতিদিন সে তার মুখমণ্ডলে পঞ্চাশটি করে ঘুঁসি মারতে থাকে তাহলে তার

চেহারার মাংস খসে গলে পড়ে যাবারই কথা। তাইতো—

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করার সময় তাদের মুখমণ্ডলে এক টুকরো মাংসও থাকবে না।"

(বুখারী, মুসলিম)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْلِيَسْتَكْثِرْ *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মাল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভিক্ষা করে, প্রকৃত পক্ষে সে আগুনের টুকরা ভিক্ষা করে। এখন চাই সে অল্পই করুক কিংবা বেশীই করুক। **(মুসলিম)**

উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম

عَنِ ابْنِ عُمَر (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلٰى الْمِنْبَرِ ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ : اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَالْيَدِ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ ، وَالسُّفْلٰى هِيَ السَّائِلَةُ *

"ইব্‌নে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে বসে দান খয়রাত সম্পর্কে এবং কারো কাছে কোনো কিছু না চওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন ঃ উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম, আর উপরে হাত হলো দানকারী এবং এবং নীচের হাত হলো ভিক্ষুকের হাত।" (বুখারী, মুসলিম)

ভিক্ষুক ব্যক্তিরই উত্তম হওয়া উচিত ছিল। তার মর্যাদা ও সম্মান বেশী হওয়া উচিত ছিল। সে এমনিতেই অভাব-অনটনে, দুঃখে-কষ্টে জীবন যাপন করে। পক্ষান্তরে ধনী ব্যক্তি এমনিতেই ধনী। সে স্বচ্ছল অবস্থায় আরামে আনন্দে খেয়ে-পরে জীবন যাপন করে। অথচ তা সত্বেও বলা হচ্ছে, দানকারী ভিক্ষুকের চেয়ে উত্তম, এ কারণে যে, ভিক্ষুক হচ্ছে দরিদ্র ব্যক্তি তাই বলে যে দরিদ্র সেই যে ভিক্ষুক তা নয়। একজন দরিদ্র তখনই উত্তম হবে যখন সে ভিক্ষা করবে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَاكَانَ

عَنْ ظُهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهِ *

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নীচের হাতের চেয়ে উপরের হাত শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ দান গ্রহণকারীর চেয়ে দাতা শ্রেষ্ঠ। নিকটাত্মীয়দের থেকে (দান-খয়রাত) শুরু কর। উত্তম সাদকা হল— যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে দান করা হয় অর্থাৎ নিজের পরিবার পরিজনদের জন্য খরচ করার পর যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকে, তা থেকে দান করা। যে ব্যক্তি নেকবখ্ত হতে চায় আল্লাহ্ তাকে নেকবখ্ত করে দেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর হতে চায় আল্লাহ্ তাকে স্বনির্ভর করে দেন। (বুখারী)

দুনিয়ার অভাব অভাবই নয়

عَنْ انَس (رض:) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم :
يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا ابْنَ آدم هل رَأَيتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْم قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ : لاَ وَاللّٰهِ يَارَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاس بُؤسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فيصبغ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ ، فَيُقَالُ لَه : يَا ابْنَ ادم هل رأيت بُؤسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةً قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ : لاَ، وَاللّٰهِ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ *

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন দোযখীদের মধ্যে থেকে, দুনিয়াতে যে সব চাইতে ধনী ছিল, তাকে হাযির করা হবে এবং দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কখনো কোনো কল্যাণ দেখেছো? তুমি কি কখনো স্বস্তি ও শান্তিতে দিন যাপন করেছো? সে বলবে, "না, আল্লাহর শপথ করে বলছি, হে আমার রব! কখনো না।" আর বেহেশতীদের মধ্যে থেকেও একজনকে হাযির করা হবে, যে দুনিয়াতে সবচাইতে দুর্দশা ও অভাবগ্রস্থ ছিল। অতঃপর তাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি কখনো কোন অভাব দেখেছো? তুমি কি কখনো দুর্দশা ও অনটনের মধ্যে দিন যাপন করেছো? সে বলবে, "না, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি কখনো

অভাব-অনটন দেখিনি আর আমার ওপর দিয়ে তেমন কোনো দুর্দশার সময়ও অতিবাহিত হয়নি। (মুসলিম)

وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ، بِمَ يَرْجِعُ ؟

মুস্তাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পরকালের তুলনায় ইহকালের দৃষ্টান্ত হলো এরূপ যে, তোমাদের কেউ তার কোনো একটি আঙ্গুল সমুদ্রে ডুবিয়ে রেখে যতটুকু সাথে নিয়ে ফিরে। (অর্থাৎ আঙ্গুলের অগ্রভাবে সমুদ্রের পানির যে অংশ লেগে থাকে, সমুদ্রের তুলনায় এটা যেরূপ কিছুই নয়, তেমনি আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াটা কিছুই নয়।

(মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ *

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়াটা হলো ঈমানদারদের জন্য কারাগার এবং কাফেরের জন্য বেহেশত বা উদ্যান। (মুসলিম)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا ، قَالَ : أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمَنْكِبِيَّ، فَقَالَ : كُنْ فِي الدُّنْيَا كَانَّكَ غَرِيْبٌ، أَوْعَابِرُ سَبِيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنهما، يَقُوْلُ : إِذَا أَمْسَيتَ، فَلاَ تَنتَظِرِ

الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ ، فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءِ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوتِكَ *

ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাঁধ ধরে বললেন ঃ দুনিয়াতে তুমি মুসাফির অথবা পথচারী হয়ে থেকো। আর এ জন্যই ইবনু উমর বলতেন ঃ তুমি যখন সন্ধ্যা যাপন করো তখন সকালের প্রতীক্ষা করো না। আর তোমার সুস্থ সময়ে রোগের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো এবং তোমার জীবনকালে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করো। (বুখারী)

দরিদ্রতা আল্লাহর পরীক্ষা ও অনাহারে থাকার ফাযিলত

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ *

অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা, ধনসম্পদের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারী বা ধৈর্যশীলদের। **(সূরা ঃ আল-বাক্বারা ১৫৫)**

এ দুনিয়ায় দুঃখ কষ্ট সহ্য করারই স্থান। সুতরাং এখানে যে সব সম্ভ্যব্য বিপদ আপদের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে অভাব অনটনকে, সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গরীব ও মিসকীন হয়ে ক্ষুধার মর্মান্তিক কষ্টকে কিছু মনে না করলেই ধৈর্য ধারণ করা সহজ হতে পারে।

"ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অভাব অনটন যার উপর হানা দেয় অতঃপর সে যদি তা মানুষের কাছে প্রকাশ করে, তবে তার এ অভাব দূরীভূত হবে না। আর যে ব্যক্তি তার অভাবে আল্লাহর স্মরণাপন্ন হয়, শিগ্গিরি হোক কি বিলম্বে হোক আল্লাহ তাকে রিযিক্ব বা (সম্পদ) দেবেনই।" **(আবূ দাউদ, তিরমিযী)**

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের চাইতে নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির দিকে তাকাও এবং তোমাদের চাইতে উচ্চ মর্যাদাশীলের দিকে তাকিও না। তোমাদের ওপর আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহকে নিকৃষ্ট মনে না করার জন্য এটাই উৎকৃষ্ট পন্থা। **(মুসলিম)**

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে ঃ তোমাদের কেউ যখন তার চাইতে ধনী ও সৌন্দর্যমণ্ডিত কোনো ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে দেখে, তখন সে যেনো তার চাইতে নিকৃষ্ট ব্যক্তির দিকেও তাকায়। (তাহলে তাকে যে নি'আমত দেয়া হয়েছে, তার মূল্য বুঝতে পারবে)। (বুখারী)

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِ مِائَةِ عَامٍ *

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দরিদ্ররা ধনীদের চাইতে পাঁচশো বছর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ ، اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ *

ইবনু আব্বাস ও ইমরান ইবনু হুসায়িন (রাঃ) আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি বেহেশতের অবস্থা অবগত হলাম। আমি দেখি তার অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র। আর দোযখের অবস্থা অবহিত হলাম। দেখি যে, এর অধিকাংশ অধিবাসীই স্ত্রীজাতি। (বুখারী, মুসলিম)

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قُمْتُ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ *

উসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি বেহেশতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখেছি, এতে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই নিঃস্ব-দরিদ্র; আর সম্পদশালীদের আটকে রাখা হয়েছে (অর্থাৎ বেহেশতে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না)। কিন্তু দোযখীদের দোযখে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। **(বুখারী, মুসলিম)**

وَعَنْ عَبْدُ اللّٰه بن عَمْرو بنْ الْعَاص رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا ، وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا آتَاهُ *

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তার কাছে প্রয়োজন মাফিক রিযিক আছে আর আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তার ওপরই তাকে তুষ্ট রেখেছেন।

(মুসলিম)

ভিক্ষা আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে

عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَانْزَ لَهَا بِالنَّاسِ كَانَ قَمنَا اَنْ لَّا تُسَدَّ حَاجَتُهُ وَمَنْ اَنْزَلَهَا بِاللّٰه عَزَّوَجَلَّ اَتَاهُ اللّٰهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ اَوْمَوْتٍ اَجِلٍ *

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন— যে ব্যক্তি অভাব অনটনে পড়ে মানুষের দারস্থ হয়, সে ব্যক্তি এর উপযুক্ত যে— তার অভাব পূর্ণ না হয়। আর যে ব্যক্তি নিজ অভাবের কথা আল্লাহ তা'আলাকে জানায় ও তার কাছে অভাব পূরণের প্রার্থনা করে আল্লাহ তা'আলা হয় তাকে দুনিয়াতেই রিযিক দেবেন, নচেৎ তাকে (স-সন্মানে) দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেবেন।

(মুসনাদ আহমাদ)

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, তোমরা অভাব অনটনে দু'হাত লম্বা করে আল্লাহ তা'আলার কাছেই ভিক্ষা চাইবে। তার কাছেই দেওয়ার সব কিছুই আছে। নিজের সমতুল্য অন্যান্য মানুষের উপর নির্ভরতা কেন, যখন তাদের কাছে কিছুই নেই?

عَنْ سَلْمَانَ (رضي:) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ حَيِّىٌ كَرِيْمٌ يَسْتَحِيْ اِذَارَفَعَ الرَّجُلُ اِلَيْهِ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ *

সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন কোন বান্দা আল্লাহর নিকট দু'হাত লম্বা করে, তখন আল্লাহ তাকে ব্যর্থ করে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা বোধ করেন।" **(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)**

দুনিয়াতে কোন দয়ালু ব্যক্তির নিকট কোন অভাবী ব্যক্তি যখন তার হাতকে প্রসারিত করে তখন তিনি তাকে খালি হাতে ফিরিযে দেয়া পছন্দ করেন না। আল্লাহ তা'আলা সব দয়াময়ের উর্ধ্বে সব থেকে বড় দয়াময়। তাই যখন কোন বান্দা তাঁর কাছে হাত উঠায়, তখন তিনি তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেননা বরং কোন না কোন রূপে তার দু'আ ক্ববূল করে নেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তির দু'আ ক্ববূল হয়ে থাকে যে তাড়াতাড়ি করে না এবং বলে না যে, আমি দু'আ করেছিলাম ক্ববূল হয়নি। **(বুখারী, মুসলিম)**

বুখারী ও মুসলিম থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক রাত্রির এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে তা প্রদান করব, কে আছে যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।

যে চায় সে প্রকৃত দরিদ্র নয়

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي يَطُوْفُ عَلٰى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِي لَايَجِدُ غِنَىً يُغْنِيْهِ ، وَلَايُفْطَنُ لَهُ ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ ، وَلَايَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ *

"আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। সেই ব্যক্তি দরিদ্র নয় যে এক-দু' লোকমা ও একটি-দু'টি খেজুরের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘোরে। বরং সেই প্রকৃত দরিদ্র যার কাছে এতটা পরিমাণ মাল নেই যে, তাকে না দিলে চলবে। আর কারো জানাও নেই যে, তাকে কিছু দান করতে হবে, অথচ সে মানুষের দ্বারে দাঁড়িয়ে কিছু চায় না। **(বুখারী, মুসলিম)**

উক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোন দরিদ্র লোক যদি নিম্ন মানের পোষাক পরিহিত অবস্থায় নিজের দরিদ্রতার অবস্থা কাকুতি মিনতি করে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে প্রকাশ করতে থাকে তাহলে সে দরিদ্র নয়। এমতাবস্থায় যদি আমরা ঐ দরিদ্রকে দান করি তাহলে সে দানের সওয়াব পাওয়া তো দূরের কথা, আল্লাহর দেয়া সম্পদ অবৈধ পথে খরচের জন্য তাঁর নিকট অবশ্যই হিসাব দিতে হবে। কারণ আমরা যদি এমনিভাবে এক টাকা আর দু'টাকার ভিক্ষা দিতে থাকি তাহলে ঐ সব পেশাদার ফকীরেরা কোন দিনই দু'হাত দিয়ে উপার্জন করার চিন্তা করবেনা, কারণ তারা ঘোরা

ফেরা করেই যা পাচ্ছে তা তাদের জন্য যথেষ্ট। তারা কেন অযথা কষ্ট করে ইট ভাংতে বসবে, ঠেলাগাড়ি ঠেলবে, রিক্সা চালাবে, বা বাজারে গিয়ে বোঝা বহন করবে। অনেকেই আবার খোঁড়া বা অন্ধ ব্যক্তিদের বিশেষভাবে দান করে এই জন্য যে, তারা উপার্জন করতে অক্ষম। আর এতে করে যত বিকলাঙ্গ ফকীর হয় তার উপার্জনও তত বেশী হয়। কিন্তু আমরা যদি সুক্ষ্মভাবে সুস্থ মস্তিস্কে চিন্তা করি তাহলে বুঝতে পারব যে, দু'পা এক হাত বিহীন এক ফকীর শুধু মাত্র তার একটি হাত দিয়ে উপার্জন করার চেষ্টা করে, তাহলে যে উপার্জন হবে তাতে তার জন্য ও তার পরিবারের জন্য যথেষ্ট। কারণ একজন লোকের বেঁচে থাকার জন্য দিবা-রাত্রিতে তিনটি রুটিই যথেষ্ট এবং তিনটি রুটির মূল্য মাত্র ছয় টাকা আর এ ছ'টি টাকা এক হাতে উপার্জন করা কঠিন কিছু নয়। যদি ঐ এক হাত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয়, তোমার শরীরের অবশিষ্ট মাত্র একটি হাত এক লক্ষ টাকার বিনিময় অপারেশন করে নিয়ে নেব, তাহলে সে কোন দিনই রাজি হবে না। কারণ আল্লাহর দেয়া নি'আমতের শেষ সম্বল তার একটি হাত দিয়ে সে সব কিছুই করে। তাহলে বুঝা গেল তার কাছে ঐ প্রিয় হাতটি এক লক্ষ টাকার চেয়ে বেশী মূল্যবান। এর অর্থ এই যে, এক লক্ষ টাকার চেয়েও বেশী টাকা তার কাছে আছে। আর যার কাছে এক লক্ষ টাকার চেয়ে বেশী টাকা আছে সে আবার ভিক্ষা করবে কোন কারণে? তাছাড়া এই অচল লোকটিকে একটি ট্রলী গাড়িতে একজন সুস্থ লোক ঠেলে নিয়ে ভিক্ষা করে থাকে, অথচ সেই সুস্থ লোকটি তার দু'টি হাতকে বৈধ উপার্জনের রাস্তায় খাটালে সে এ রকম কয়েকজন অচল ব্যক্তির রুটির ব্যবস্থা করতে পারে।

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى ، وَابْدَا بِمَنْ تَعُوْلُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ

হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম? আর তোমার পরিবার-পরিজনদের ওপর থেকেই দান খয়রাত করতে শুরু করো। স্বচ্ছলতার পর যে সদকা করা হয় সেটাই উত্তম সদকা। যে ব্যক্তি অন্যের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকে আল্লাহ তাকে পূণ্যবান ও পবিত্র বানিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি ধনী হতে চায় আল্লাহ তাকে ধনী বানিয়ে দেন।

(বুখারী, মুসলিম)

ভিক্ষুকদের প্রতারণার ঘটনা

রাজধানী ঢাকার ফার্মগেট ওভার ব্রীজে এক ভিক্ষুক ভিক্ষা করত। তার মুখে ছিল বিভৎস এক টিউমার, পথিকগণ তাকে দেখে ভীত হয়ে পড়ত এবং সে অবস্থা দেখে মায়ার উদ্রেক হত তাদের হৃদয়ে, প্রায় সকলেই সে পথে চলার সময় চার আনা, আট আনা বা এক টাকা ছুঁড়ে দিয়ে পথ অতিক্রম করত। ঘটনাক্রমে এক বিত্তশালী দয়ালু লোকের নেক নজর পড়ে তার উপর। তিনি ভিক্ষুকটির টিউমার অপারেশন করে তার নিজ খরচে সারিয়ে তোলার প্রস্তাব করলেন। ভিক্ষুক এতে নারাজ। তিনি বহু অনুরোধ করেও তাকে রাজি করাতে সক্ষম হলেন না। ধনাঢ্য ঐ ব্যক্তি এর কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারেন যে, ঐ টিউমারই তার উপার্জনের একমাত্র উপাদান। ঐটিকে সম্বল করে ভিক্ষুকটি প্রতিদিন বহু অর্থ উপার্জন করে চলেছে। টিউমার সারিয়ে ফেললে তার উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে এবং বিনাশ্রমে আর তার পক্ষে আয় করা সম্ভব হবে না।

এক বিকলাঙ্গ ফকীরকে তার বৈবাহিক জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, সে অত্যন্ত উৎফুল্ল চিত্তে উত্তর দিল, সে দু'টি বিয়ে করেছে। দু'জনের ঔরসে বেশ ক'জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। তার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সে জানায়, তার দু'স্ত্রী ও সন্তাদের নিয়ে বেশ সুখেই দিন চলছে।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালে একদিন ক্লাসে তাফসীর দারস দিচ্ছিলেন মিসরের একজন মুফাসসির। প্রসঙ্গক্রমে তিনি সকল ছাত্রকে দান করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে পরামর্শ দিলেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বললেন, ভিক্ষুক দু'ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের ভিক্ষুক আছে যারা প্রকৃতপক্ষেই অভাবী। এদের অভাব দূর হলেই তারা আর ভিক্ষার পথে পা বাড়াবে না। দ্বিতীয় ধরনের ভিক্ষুক হচ্ছে পেশাদার।

এরা ভিক্ষা করতে চায় মানুষকে ধোঁকা দিয়ে হোক বা অন্য কোন উপায়ে। কিন্তু পেশা হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নেবার কারণে এরা প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করে থাকে। মিসরী মুফাসসির ভিক্ষাদান কালে তাদের যাচাই করে ভিক্ষা দিতে পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ কুরআন ও হাদীসে দান খয়রাত করার ব্যাপারে যে রূপ তাকিদ করা হয়েছে, অনুরূপ কারা দান পাবার হক্বদার বা অধিকার রাখে তাদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই কেউ যদি মনে করে যে, আল্লাহর নির্দেশ পালন করার জন্য দান খয়রাত করলাম, চায় সে দান যাকে ইচ্ছা তাকে করি তাহলে কিন্তু দানের জন্য সওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ এতে আল্লাহ্ তা'আলার দান করার নির্দেশটি পালন করা হলেও যাকে দান করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে দান না করার কারণে অপর নির্দেশটি অমান্য করা হবে।

একজন পেশাদার ও প্রতারক ভিক্ষুকের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে মুফাসসির বলেন, তিনি একদিন মসজিদে নববীর পথে এগুচ্ছিলেন। এক মহিলা তার সাথে পথ চলছিল। মসজিদের নিকটবর্তী হওয়া মাত্র তার কাণ্ড দেখে তিনি চমকে উঠলেন। মহিলা হঠাৎ বিকলাঙ্গের মত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল এবং হাত প্রসারিত করে পথচারী মুসল্লীদের কাছ থেকে ভিক্ষা চাইতে শুরু করল। তিনি মহিলাকে দূর থেকে অনুসরণ করতে লাগলেন। দেখতে পেলেন, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তার থলে রিয়াল এবং দিনার দিরহামে পরিপুর্ণ হয়ে গেল। পরিপূর্ণ থলে সমেত মসজিদের পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে প্রশ্রাবখানার নিকট চেলে গেল। সেখানে আগে থেকেই একজন লোক তার জন্য অপেক্ষা করছিল। মহিলা সেখানে পৌঁছে পুরুষ লোকটির কাছে তার দানের অর্থ জমা দিয়ে বসে পড়ল এবং তার সঙ্গী রিয়ালগুলো গণনায় মনোনিবেশ করল।

পেট পূর্ণ করে খাওয়া নিকৃষ্ট আহার

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى:) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَعَامُ الْاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ *

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ *

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট। আর তিনজনের খাবার চার জনের জন্য যথেষ্ট।" **(বুখারী, মুসলিম)**

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট। দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট। আর চার জনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট।

عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ الْمِقْدَامِ بن مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَا مَلَأَ آدَمِي وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَامَحَالَةَ ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ ،

وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ *

"আবূ কারীমা মিকদাদ ইবনু মা'দীকারব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি ঃ মানুষের ভরা পেটের চেয়ে খারাপ পাত্র আর নেই। মানুষের কোমর সোজা রাখার জন্য কয়েকটি গ্রাসই যথেষ্ট। এর চাইতেও কিছু ভরা যদি প্রয়োজনই হয় তবে পেটকে তিন ভাগে ভাগ করে নেবে, এক তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, অপর অংশ পানীয় এবং বাকী অংশ শ্বাস প্রশ্বাস চলাচলের জন্য রেখে দেবে।" (তিরমিযী)

. মানুষ কারো অভাব পূরণ করতে পারে না

عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ صَخْرُ بْنُ حَرْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : لَاتُلْحِفُوا فِي ٱلْمَسْاَلَةِ، فَوَاللّٰهِ لَايَسْأَلُنِيْ أَحَدُ مِنْكُمْ شَيْئًا، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْاَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَاَنَا لَهُ كَارِهُ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ *

আবূ সুফিয়ান সখর ইবনু হরব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অন্যের কাছে চেয়ে মেগে ফিরো না। আল্লাহর শপথ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার কাছে কিছু চায় আর সে আমাকে অসন্তুষ্ট করে কিছু আদায় করে নেয় সে আমার প্রদত্ত মালে বরকত পাবে না। **(মুসলিম)**

উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন দরিদ্র ব্যক্তি যদি সে ফেরি করে অথবা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কিছু বিক্রি করে উপার্জন করতে চেষ্টা করে তাহলে প্রায়ই দেখা যায় সে ব্যক্তি বেশ সম্পদশালী হয়ে যায়। অনেক ধনী লোকের জীবনীতে দেখা যায়, সে কোন একদিন দরিদ্রাবস্থায় অনাহারে দিন কাটিয়েছে। কিন্তু নিজের প্রচেষ্টায় একটা উপার্জনের পথ ধরে আজ সে সম্পদশালী হয়েছে। কিন্তু এমন তো দেখা যায় না একজন দরিদ্র ভিক্ষাকে উপার্জন বা পেশা হিসেবে গ্রহণ করে সে সম্পদশালী হয়েছে। এ জন্য যে, এ পথে মোটেই বরকত নেই।

"আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আনসারদের কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে সাহায্য চাইলে তিনি

তাদেরকে দান করলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা কিছু ছিল তা সবই শেষ হয়ে গেল। তাঁর হাতের সব কিছু দান করার পর তিনি তাদেরকে বললেন ঃ যা মাল আসে তা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে জমা করে রাখি না। যে ব্যক্তি কারও মুখাপেক্ষী হতে চায় না (কারো কাছে হাতকে লম্বা করার ইচ্ছা করে না) আল্লাহ্ তাকে সম্পদশালী করেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করতে চায়, আল্লাহ্ তাকে ধৈর্য দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত আর কোন কিছু কাউকে দেয়া হয়নি।" (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لَايَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا ، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ : أَنَا فَكَانَ لَايَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا *

সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার সাথে এই অঙ্গীকার করবে যে, সে কারো কাছে কোন কিছুই চাইবে না, আমি তার জন্য বেহেস্তের জামিন হবো। এ কথা শুনে আমি বললাম, আমি অঙ্গীকার করছি। (বর্ণনাকারী বলেন) এর পর থেকে তিনি (সাওবান) কারো কাছে কোন কিছু চাননি।" (আবূ দাঊদ)

উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিস্কারভাবে চাওয়া বা ভিক্ষা করাকে অপছন্দ করেছেন। কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে যতই স্বাভাবিক ও মূল্যবান পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখা যাক, এর কারণে তাকে ধনী মনে করা যাবে না। একজন দরিদ্র ব্যক্তি তার অভাবে সে চাইবে তার লেবাস পোশাক নিম্ন মানের হোক এবং শরীরে ধুলা বালিময় এবং মাথার চুল এলো মেলো থাক। তার উসকো খুশকো মাথা ও জীর্ণ ময়লা কাপড়ে সে লোকের দ্বারে নিজের অভাবের কথা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ঈমানদার ব্যক্তি তা কোন দিনই করতে পারে না।

কে সওয়াল করতে পারবে

যদি একান্তই কোন ব্যক্তি মর্মান্তিক ক্ষুধার সম্মুখীন হয় তাহলেও সে ব্যক্তি বিনা প্রমাণে মানুষের দ্বারে দ্বারে তার অভাবের কথা প্রকাশ করতে পারবে না।

عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ قَبِيْصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْاَلُهُ فِيْهَا ، فَقَالَ : أَقِمْ حَتّٰى تَاْتِيْنَا الصَّدَقَةُ فَنَاْمُرَ لَكَ بِهَا ثُمَّ قَالَ : يَا قَبِيْصَةُ إِنَّ الْمَسْاَلَةَ لَاتَحِلُّ إِلاَّ لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْاَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْاَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْقَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ، حَتّٰى يَقُوْلَ ثَلَاثَةٌ مِن ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْاَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْاَلَةِ يَاقَبِيْصَةُ سُحْتٌ ، يَاْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

আবু বিশর কাবীসা ইবনু মুখারেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমি ঋণগ্রস্থ হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে কিছু সাহায্য চাইলাম। তিনি বললেন— অপেক্ষা করো, এরি মধ্যে আমাদের কাছে সাদকার মাল এসে গেলেই তোমাকে

দেবার আদেশ দেবো। তিনি পুনরায় বললেন ঃ হে কাবীসা! তিন ধরনের লোক ছাড়া আর কারো জন্য চাওয়া (ভিক্ষা করা) বৈধ নয়। তারা হলো ঃ (১) যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সে ঋণ পরিশোধ করা পর্যন্ত চাইতে পারে, অতঃপর বিরত থাকতে হবে। (২) যে ব্যক্তি এমন দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়লো যার ফলে মাল-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়, সেও তার প্রয়োজন মেটাতে প্রয়োজন পরিমাণ চাইতে পারে। অথবা তিনি বলেন ঃ তার অভাব দূর করতে পারে এই পরিমাণ চাইতে পারে। (৩) যে ব্যক্তি অভাব অনটনের শিকার হয়েছে এবং তার গোত্রের তিনজন সচেতন ব্যক্তি সত্যায়ন করেছে যে, অমুকের ওপর অভাব অনটন হানা দিয়েছে, তার জন্যও প্রয়োজন মেটানো পরিমাণ সওয়াল করা বৈধ। অথবা তিনি বলেন ঃ অভাব দূর করতে পারে, এই পরিমাণ অর্থ চাওয়া বৈধ। হে কাবীসা, এই তিন প্রকারের লোক ছাড়া আর সবার জন্য কারো কাছে হাত পাতা হারাম এবং এভাবে যে ব্যক্তি হাত পাতে সে আসলে হারাম খায়। (মুসলিম)

এ পর্যন্ত আলোচনায় বহু হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারংবার চাওয়া বা ভিক্ষা করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। যদিও এখানে তিন প্রকার লোকের জন্য প্রয়োজন মেটানো পরিমাণ চাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তবুও এ ধরনের সমস্যায়ও ধৈর্য ধারণ করে শুধু মাত্র সেই সর্বশক্তিমান দাতা মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'হাত তুলে ভিক্ষা চাওয়া উত্তম।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ : اِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ، اِلَّا اَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا اَوْفِي اَمْرٍ لَابُدَّ مِنْهُ *

সামুরা ইবনু জুন্দুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অপরের কাছে কোনো কিছু

চাওয়াটাই হচ্ছে আহত হওয়া। এর দ্বারা ভিক্ষাকারী তার মুখমণ্ডলকে আহত করে। কিন্তু বাদশার কাছে কিছু চাওয়া বা যা না হলেই নয়, এরূপ ব্যাপারে চাওয়া বৈধ। **(তিরমিযী)**

এখানে তিরমিযী থেকে আরও প্রমাণিত হয়, যদি কোন ব্যক্তির তীব্র অভাবে ধৈর্য ধারণ করা একান্তই অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলেও সে ব্যক্তি লোকের দ্বারে তার অভাবের কথা প্রকাশ করতে পারবে না। বরং সে ব্যক্তি তার এলাকার নেতা বা (চেয়ারম্যান)-এর নিকটে আবেদন করবে এবং অত্র এলাকার দানশীল ব্যক্তিরা তার একটা ব্যবস্থা করে দিবে। আর যদি এতেও কোন ব্যবস্থা না হয়। তাহলে অত্র এলাকার তিনজন সচেতন (ঈমানদার) লোক তার জন্য অন্য এলাকার লোকদের গিয়ে সাক্ষী দিবে যে লোকটি ধোকা দিচ্ছে না, বরং সত্যি অভাবের শিকার হয়েছে।

দানশীল ব্যক্তিকেও হিসাব দিতে হবে

আমরা যে ভাবে নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বসে অথবা মসজিদ থেকে বের হতে, কিংবা কবরস্থান থেকে বের হতে দান করে থাকি এর বৈধতা কোথায়? এদের জন্য কে সাক্ষী দেবে যে, এরা অভাবের শিকার হয়েছে! বলতে পারেন, এদের লেবাস পোষাক ও জীর্ণ ময়লা কাপড়ই তার প্রমাণ। কিন্তু একজন অকর্ম ও অলস ব্যক্তি যখনই ভিক্ষা করে খুব সহজে কিছু অর্থ পাওয়ার পথ খুঁজে পাবে, সে কোন দিনই চাইবে না মূল্যবান ও পরিষ্কার পোষাকে ভিক্ষা করতে। বরং সে চাইবে, তার পোশাক নিম্ন মানের হোক এবং শরীরের ধুলা বালি, মাথার উসকো খুশকো চুল দ্বারা নিজের অভাবকে প্রকাশ করুক। আর যদি বলেন, এক টাকা আর দু'টাকার ব্যাপার। খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়া থেকে কিছু দিয়ে দেয়াই ভাল। এখানে কিন্তু আমরা মারাত্মক ভুল করলাম। প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলা কি এক টাকা, আর দু'টাকার হিসেব নেবেন না? আর এমনি ভাবে এক টাকা আর দু'টাকা করে বড় অংকের একটা হিসেব হয়ে যাবে না? দ্বিতীয়তঃ ভিক্ষুককে ভিক্ষা তো দেয়া হচ্ছে না বরং তার জীবনটা এ বরকতহীন অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। কারণ—

وَلَافَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ ، إِلَّافَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ *

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন লোক হাত পাতার রাস্তা খুলবে আর আল্লাহ তার জন্য দারিদ্রের দরজা খুলে দিবেন না, এমন কখনো হয়না। (তিরমিযী)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ..... *

"তোমরা গুনাহ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না।
(সূরা ঃ আল মায়িদাহ-২)

এর পরিষ্কার অর্থ হল, যদি কেউ অন্যায় পথে চলে, তবে তাকে অন্যায় কাজে সাহায্য করো না। বরং অন্যায় ও পাপ থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করো। কেননা প্রকৃতপক্ষে এটাই বিশুদ্ধ সাহায্য যাতে অন্যায় ও পাপে তার ইহকাল ও পরকাল বিনষ্ট না হয়।

একজন ভিক্ষুক ভিক্ষা করার জন্য যতটুকু অপরাধী হবে তার চেয়ে বেশী অপরাধী সাব্যস্ত হবে ভিক্ষা প্রদানকারী; কারণ সাধারণত একজন ভিক্ষুক অশিক্ষিত, মুর্খ ও অজ্ঞ। এই দরিদ্র নিরক্ষর লোকটি ভিক্ষা করা বৈধ না অবৈধ তা সে জানে না। যেহেতু সে একজন নিরক্ষর; কাজেই তার ধর্ম কর্মের কিছু বুঝা বা চিন্তা করার সময় কোথায়? সে চাইবে দু' মুঠো আহার সহজ উপায়ে কি ভাবে সংগ্রহ করা যায়। যখনই কেউ ভিক্ষার সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারবে এবং ক্ষুধার জ্বালা নেভানোর সহজ পথ ধরতে পারবে তখনই সে কষ্ট করে উপার্জন করার চিন্তা পরিত্যাগ করবে। কাজেই আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না সচেতন হবো ততক্ষণ পর্যন্ত এ অপরাধ বেড়েই চলবে। আর আমাদের সমাজের দেশের ও জাতির জন্য এটা একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের উচিৎ হবে আমাদের দেশ ও জাতির ধ্বংসের এ পথকে বন্ধ করার জন্য রুখে দাঁড়ানো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ভিক্ষা করে সে কোনদিনই ঐ মালে বরকত পাবেনা।" (মুসলিম)

কোন ভিক্ষুক ভিক্ষা করে বড়লোক হয়েছে বলে প্রমাণ পাওযা যায় না। একজন ফেরিওলা বড় লোক হয়ে যায়। কিন্তু ভিক্ষুক ভিক্ষুকই থেকে যায়। ভিক্ষুক প্রকৃত পক্ষে আগুনের টুকরা ভিক্ষা করে এবং অপরাধী হিসেবে পরিগণিত হয়। অনুরূপ কোন অপরিচিত লোককে যাচাই না করে অর্থ দান করাও অপরাধ। একে তো সে পাত্র বিচার না করে দান করার অপরাধে অপরাধী এবং সেই সঙ্গে দানকৃত অর্থকে বরকতশূন্য করার অপরাধে অপরাধী চাই সে যত কমই দান করুক না কেন। এর জন্যও দানকারীকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

ভিক্ষার হক্বদার কারা?

প্রতিবেশী বা কোন অভাবগ্রস্থ লোককে দান করতে হবে। এমন লোককে অর্থ দেয়া যাবে, যারা পেশাদার ভিক্ষুক নয়, বরং একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পেলে তা-দিয়ে কোন ব্যবসা করবে। ব্যবসা করতে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে অর্থ দেয়া যেতে পারে –যা দ্বারা সে তার পুরনো ব্যবসা চাঙ্গা করতে পারে। লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে যারা ভিক্ষা করে তাদের পঞ্চাশ জনকে ১ টাকা করে না দিয়ে একজন দরিদ্র লোককে পঞ্চাশ টাকা দেয়া উত্তম। এ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে সে কিছু একটা করতে পারবে এবং আপনার দান প্রকৃত দান হিসেবে পরিগণিত হবে। যারা প্রতিদিন অল্প অল্প করে দান করতে আগ্রহী তারা ফেরীওয়ালা, শাকসব্জী বিক্রেতা বা রিক্সাওয়ালাদের তাদের প্রাপ্য টাকার সঙ্গে কিছুটা বাড়িয়ে দান হিসেবে দিতে পারেন। এরা দরিদ্র অথচ কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। ভিক্ষা করে নয়!

এ দানের মর্মে ইবনু খোযাইমাহ ও তারিখ গন্থে ইমাম বুখারী (রঃ) ইংগিত করেছেন ঃ

عَنْ أَبِيْ بَكْرِ الصِّدِيْقِ (رضـ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ اُدْخُلُوا جَنَّتِي مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا. قَالَ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ. قَالَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اُنْظُرُوْا فِي النَّارِ هَل تَلْقَوْنَ مِنْ اَحَدَ عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ قَالَ فَيَجِدُوْنَ فِي النَّارِ رَجُلاً فَيقُولُ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ فَيقُولُ لَا غَيْرَ اِنِّي كُنْتُ اُسَامِحُ النَّاسَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَيقُول

اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اسْمَحُوا لِعَبْدِي كَسَمَاحَةِ إِلَى عَبْدِيْ *

আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা (কিয়ামতের দিন ফেরিশ্তাদের) বলবেন, আমি সব চেয়ে বড় দয়াময়। বেহেস্তে প্রবেশ করাও আমার ঐ বান্দাদের যারা— আমার সাথে কাউকে শরীক করে নাই। অতঃপর বেহেস্তে প্রবেশ করানো হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ হে ফিরিশতাগণ! তোমরা দোযখের প্রতি লক্ষ্য করে দেখ এমন কোন ব্যক্তি পাও কি-না যে ব্যক্তি কখনও কোন ভাল আ'মল করেছে। তখন তারা দোযখে এক ব্যক্তিকে পাবে ও জিজ্ঞাসা করবে তুমি কি কখনও কোন ভাল কাজ করেছ? উত্তরে বলবে, না। তবে বেচা কেনার মধ্যে আমি মানুষের সাথে সহজ ব্যবহার করতাম। (গরীব হলে কিছু কম দামেই তাকে দিয়ে দিতাম আর কিনতে গেলে গরীব বলে কিছু বেশীই দিয়ে দিতাম) আল্লাহ তা'আলা বলবেন; আমার এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও যে রকম সে আমার বান্দাদেরকে রহম ও দয়া করেছে। (বুখারী)

ভিক্ষা করাটা একটা অন্যায় ও অপরাধ। তবে যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে না অথচ ভিক্ষা পাওয়ার উপযুক্ত এমন লোকদের খুঁজে বের করে দান করাটা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষ করে অনেক সময়ই এই ধরনের লোকদের দেখে বুঝা যায়, চেনা যায় কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক লোকই তাদের এড়িয়ে চলে। তাদের দেখেও না দেখার ভান করে। অথচ পেশাদার ভিক্ষুকেরা অন্যায়ভাবে ঐ দানশীল ব্যক্তির কাছ থেকে কাকুতি-মিনতি করে এটা —সেটা অজুহাত দেখিয়ে, ধোঁকা দিয়ে প্রচুর দান গ্রহণ করে। এটা কেমন কথা যে, একজন সর্বদাই কাকুতি-মিনতি করে ধোকা দিয়ে দান গ্রহণ করতে থাকবে আর সত্যিকারের অভাবী ঐ

দানশীল ব্যক্তিরই প্রতিবেশি অথচ তার কাছ থেকে কোন সাহায্য না পেয়ে অনাহারে থাকবে! তবে সুসংবাদ তারই জন্য যে এই ধরনের অভাবীদের খুঁজে বের করে সাহায্য দেয়।

যার মনে রহম বা দয়া আছে সে ব্যক্তির চোখের সামনে যখন ঐ ঠেলাগাড়িওয়ালা বা রিক্সাওয়ালা একটা ট্রাকের ধাক্কায় তার গাড়িটা ভেঙ্গে গেল এবং ঐ দানশীল ব্যক্তি রিক্সা বা ঠেলা গাড়িটা মেরামত করতে যা খরচ হয় তাই দিয়ে দিল এবং এই ধরনের দান বা অন্যের প্রতি তার দুঃখটা নিজে অনুভব করল। বিশেষ করে এই চিন্তা করে যে, বিপদটা তো আমারও হতে পারতো। ঐ রিক্সাওয়ালা লোকটাতো আমিও হতে পারতামা। এই ধরনের অন্তর নিয়ে অন্যের প্রতি মায়া-মমতায়, অন্যের দুর্ঘটনা বা অভাবকে নিজের মনে করে যে ব্যক্তি উদার মনে মুক্ত হস্তে দান করে এবং এই ধরনের বিপদগ্রস্থ লোকদের জন্য যে কোন মুহূর্তে বড় একটা ত্যাগ স্বীকার করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে তাদের মর্মে বহু হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা অবশ্যই ক্বিয়ামতের দিন পরিত্রাণ বা নাজাত পাবেন।

কোন চাওয়াই ভাল না

عَنْ أَبِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَوْفُ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً ، فَقَالَ : أَلاَ تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا حَدِيْثِي عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ ، فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : أَلاَ تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ : عَلٰى أَنْ تَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا ، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسُ وَتُطِيْعُوا وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً : وَلاَتَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَداً يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ *

"আবূ আব্দুর রহমান আ'উফ ইবনু মালেক আশজাঈ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা আমরা নয়জন অথবা আটজন অথবা সাতজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বাইআ'ত করছ না কেন? অথচ আমরা কিছু দিন পূর্বেই তাঁর হাতে বাইআ'ত করেছি। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল!

আমরা তো আপনার হাতে বাইআ'ত করেছি, তিনি পুনরায় বললেন; তোমরা রাসূলুল্লাহর কাছে বাইআ'ত করছ না কেন? অতঃপর আমরা আমাদের হাত বাড়িয়ে দিলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো আপনার হাতে বাইআ'ত করেছি। এখন আবার কি কি বিষয়ের উপর বাইআ'ত করবো? তিনি বললেন, এই বিষয়ের বাইআ'ত কর যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে এবং আল্লাহর আনুগত্য করবে।

আরেকটি কথা চুপিসারে বললেন ঃ আর মানুষের কাছে কিছুই চাইবে না। সুতরাং আমি নিজে এ দলের কয়েকজনকে দেখেছি যে, তাদের কারো চাবুক মাটিতে পড়ে গেলেও তারা অন্য কাউকে উঠিয়ে দিতে বলতেন না।" (মুসলিম)

অনেককে দেখা যায় বাড়িতে এক গ্লাস পানিও জগ থেকে ঢেলে পান করতে কষ্ট বোধ করে। সময়মত হাতের কাছে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র না পেলে ভীষণ হৈ চৈ আরম্ভ হয়ে যায়, নিজের জামাটা সময় মত ধৌত না হয়ে থাকলে, নিজের ছোট বোন বা স্ত্রীকে অশ্লীল ভাষায় বকাঝকা শুনতে হয়। অথচ এগুলো হচ্ছে এক প্রকারের চাওয়া। সাহাবাগণ চাবুকটা মাটিতে পড়ে গেলেও অন্যকে উঠিয়ে দিতে বলেননি। কারণ অন্যকে কিছু হুকুম করা মানেই তার মুখাপেক্ষী হওয়া। অথচ আল্লাহ তা'আলা সবাইকে হাত দিয়েছেন, ক্ষমতা দিয়েছেন। কেন আমরা ঐ ছোট খাট ব্যাপারেও অন্যের মুখাপেক্ষী হবো? হোক না সে নিজ স্ত্রী অথবা ছোট বোন। তাদের উপর হুকুম চালানো মানেই তাদের মুখাপেক্ষী হওয়া। অথচ কাজটা খুবই সহজ। নিজে একটু ইচ্ছা করলেই হয়ে যায়। আর এতে হৈ চৈ ও হয় না এবং সংসারে অশান্তিরও সৃষ্টি হয় না।

عَنْ أَبِي العَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِي

عَلىٰ عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحبَنِّيَ اللّٰهُ ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ ، فَقَالَ : ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللّٰهُ ، وَازْهَد فِيمَا عِنْد النَّاسِ يُحَبَّكَ النَّاسِ *

আবুল আব্বাস সাহ্ল ইবনু সা'দ সাঈদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কোনো আমলের কথা বলে দিন, যখন আমি তা করবো, তখন আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালোবাসবে। উত্তরে তিনি বললেন, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হও, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন; আর মানুষের কাছে যা কিছু আছে, সেদিকে লোভ করো না, মানুষও তোমাকে ভালোবাসবে।

(ইবনু মাজা)

নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ الزُّبَيْرِ بْنَ العَوَّام رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَنْ يَّاْخُذَ أَحُدُكُم أَحبُلَهُ ثُمَّ يَاْتِي الْجَبلَ ، فَيَاْتِيَ بِحْزَمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلٰى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا ، فَيَكُفَّ اللّٰهُ بِهَا وَجْهَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَّسْأَلَ النَّاسَ ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوْهُ *

আবূ আব্দুল্লাহ যুবাইর ইবনু আওয়াম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ “তোমাদের কেউ তার রশি নিয়ে পাহাড়ের উপর চলে যাক, নিজের পিঠে করে কাঠের বোঝা বয়ে নিয়ে এসে বাজারে বিক্রয় করুক এবং তার চেহারাকে আল্লাহর ‘আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখুক এটা তার জন্য মানুষের দ্বারে ভিক্ষা করে ঘুরে বেড়ানো এবং মানুষ তাকে ভিক্ষা দিক বা না দিক তার চাইতে উত্তম।”

(বুখারী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

عَنْ رَافِعْ بِنْ خَدِيْجِ (رض:) قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (ص:) اَیُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ *

রাফে‘ বিন খুদাইজ (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন— একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের যাবতীয় উপার্জনের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে পবিত্র? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানুষ নিজ হাতে যা কামাই করে এবং হালাল ব্যবসার মাধ্যমে যা উপার্জন করে। **(আহমাদ)**

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عمَرَ ، عَنْ

عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ ، فَأَقُوْلُ : أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي ، فَقَالَ : خُذْهُ ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَاسَائِلٍ ، فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ فَإِنْ شِئْتَ كُلْهُ ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ ، وَمَالَا ، فَلَاتُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ، قَالَ سَالِمٌ : فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لَايَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا ، وَلَايَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ *

সালাম ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উমর তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু উমর থেকে এবং আব্দুল্লাহ ইবনু উমর তাঁর পিতা উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। উমর (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কাজের পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু মাল প্রদান করতেন। আমি বলতাম, যে ব্যক্তি আমার চাইতে বেশী মুখাপেক্ষী তাকে দিয়ে দিন। তিনি বলতেন ঃ এ ধরনের মাল তোমার হাতে এলে তা গ্রহণ করো, কেননা তুমি তো লোভীও নও, ভিক্ষাকারীও নও। কাজেই তা গ্রহণ করে নিজেও ব্যবহার করতে পারো কিংবা ইচ্ছা করলে সাদকা করে দিতে পারো। আর যে মাল এভাবে না আসে তার পেছনে মন দিও না। সালেম বলেন, এ জন্যই আব্দুল্লাহ কারো কাছে কোনো কিছু চাইতেন না। তবে কেউ তাঁকে কোনো কিছু প্রদান করলে তা ফেরতও দিতেন না। (বুখারী, মুসলিম)

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا ، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ *

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন— তোমাদের কারোর তার পিঠে বহন করে কাঠের বোঝা এনে বিক্রয় করা কারো কাছে কিছু ভিক্ষে করা, চাই সে দিক বা না দিক, তার চাইতে উত্তম। (বুখারী, মুসলিম)

ভিক্ষুকদের ভর্ৎসনা করা যাবে না

প্রিয় পাঠক বৃন্দের নিকট আবেদন, আপনারা ভিক্ষুকদের ভর্ৎসনা করবেন না। আর তাদের তুচ্ছ মনে করে তিরস্কারও করবেন না কারণ এ ভিক্ষুকের অবস্থাটা আপনারও হতে পারতো। আপনাকেও আল্লাহ্ দরিদ্র করে অভাব অনটনে ফেলে দিয়ে এ নিকৃষ্ট ভিক্ষা পেশা বা ভিক্ষার পথ খুলে দিতে পারতেন। কাজেই তাদের সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে এ নিকৃষ্ট ভিক্ষা পেশা থেকে ফিরাতে চেষ্টা করুন। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِنْ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ القَائِمِ *

(১) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমি শুনেছি। তিনি বলতেন ঃ মুমিন তার সুন্দর স্বভাব ও সচ্চরিত্র দ্বারা দিনে রোযা পালনকারী ও রাত জেগে ঐ ইবাদতকারীর মর্যাদা হাসিল করতে পারে। (আবূ দাউদ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَض اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ *

(২) আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সুন্দর কথাও একটা সদক্বাহ বা দান বিশেষ। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض:) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص:) اِنَّ مِنْ خِيَارِ كُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا *

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনু আ'মর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِى ثَعْلَبَةَ (رض:) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص:) قَالَ اِنَّ اَحَبَّكُمْ اِلَىَّ وَاَقْرَبُكُمْ مِنِّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا وَاِنَّ اَبْغَضَكُمْ اِلَىَّ وَاَبْعَدَكُمْ مِنِّى مَسَاوِئُكُمْ اَخْلَاقًا اَلثَّرْثَرُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ اَلْمُتَفَيْهِقُوْنَ *

(৪) আবূ সালাবাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আমার নিকট বেশী প্রিয় এবং ক্বিয়ামতের দিন আমার অতি নিকটবর্তী হবে যে চরিত্রবান। আর তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আমার নিকট অপ্রিয় ও আমার থেকে অতি দূরে যে অসচ্চরিত্র অতিরিক্ত কথা বলে, বাচাল এবং অহংকারী। (বায়হাক্বী)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض:) قَالَ اٰخِرُمَا وَصَّانِى بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص:) حِيْنَ وَضَعْتُ رِجْلِى فِىْ الْغَرْزِ اَنْ قَالَ يَا مُعَاذُ اَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ *

(৫) মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেছেন ঃ আমাকে (শাসক হিসেবে ইয়ামানে পাঠাবার সময়) ঘোড়ার রেকাবে পা রাখা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন ঃ হে মুআয! লোকের সামনে সর্বোত্তম চরিত্রের নমুনা পেশ করবে।

(মুয়াত্তা মালেক)

وَعَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ أَفْضَلُ؟ قَالَ : مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ *

(৬) আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ঃ মুসলমানদের মধ্যে কে সর্বোত্তম মুসলমান? তিনি বললেন— যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে সেই সর্বোত্তম মুসলমান। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ يُّحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّه *

(৭) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন— যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাকে সব রকমের কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে। (মুসলিম)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ . أَوْبِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ تَحْرُمُ عَلٰى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ *

(৮) ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন— আমি কি তোমাদের জানাবনা কোন লোক দোযখের আগুনের জন্য হারাম অথবা (বলেছেন) কার জন্য দোযখের আগুন হারাম? (তাহলে শোন) দোযখের আগুন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হারাম যে লোকদের নিকটে বা তাদের সাথে মিলে মিশে থাকে। যে কোমলমতি, নরম মেজায ও বিনম্র স্বভাব বিশিষ্ট। (তিরমিযী)

(৯) ইবনু হিমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ জান্নাতের অধিকারী হবে তিন শ্রেণীর লোক (১) ন্যায় বিচারক, যাকে তাওফীক দান করা হয়েছে (দান খয়রাত করার ও জনগণের কল্যাণ সাধন করার) (২) নরম হৃদয় ও নরম দিল ব্যক্তি যার অন্তর প্রত্যেক আত্মীয় স্বজন ও মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অতিশয় কোমল, নরম। (৩) যে ব্যক্তি শরীর ও মনের দিক থেকে পূত পবিত্র, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ও সংসারী।

অবশেষে আমার প্রিয় পাঠক বৃন্দের নিকট আবেদন, আপনারা অন্যায়কারীকে প্রশ্রয় দিবেন না।

মহান আল্লাহ আমাদের সতর্ক হওয়ার তৌফীক্ব দান করুন।

আমীন।

মাসিক প্রিয়জন পত্রিকার দৃষ্টিতে ভিক্ষুক ও ভিক্ষা

বাংলাদেশে এমন একটি অঞ্চলও পাওয়া যাবে না, যেখানে ভিক্ষুক নেই। দেশের আনাচে-কানাচে, অলিতে-গলিতে পথে-ঘাটে সর্বত্রই ভিক্ষুকদের অবাধ বিচরণ, অবাধ যাতায়াত। অফিসে-আদালতে, বাসে, ট্রেনে, জাহাজে, ঘরে, বাড়িতে প্রতিনিয়তই প্রতিটি মানুষকে ভিক্ষুকদের মুখোমুখি হতে হয়। যদি পরিসংখ্যান চালানো হয় তাহলে হয়তো দেখা যাবে পৃথিবীর সবচেয়ে ভিক্ষুক অধ্যুষিত শহর হচ্ছে ঢাকা। কারণ এত বেশী ভিক্ষুক আর ভিক্ষুকদের এত দৌরাত্ম্য সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্য কোন শহরে নেই। এখানে রয়েছে নানান রকমের ভিক্ষুক। কেউ অভাব তাড়িত, কেউ সমাজ তাড়িত, কেউ বংশগত সূত্রে আবার কেউবা পরিস্থিতির স্বীকার।

আপাতঃ দৃষ্টিতে ভিক্ষুকদের সহায়সম্বলহীন মনে হলেও অধিকাংশ ভিক্ষুকই কিন্তু স্বচ্ছল। যদিও এরা জীবন যাপন করে অত্যন্ত নিম্নমানের। একজন মুটে বা মজুর সারাদিন পরিশ্রম করে ৫০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত পেতে পারে কিন্তু একজন ভিক্ষুক সারাদিন ভিক্ষা করে আয় করে ১০০ থেকে ৫০০ টাকা। এটা নিছক কথার কথা নয়। কমলাপুর বস্তিতে থাকে এমন একজন ভিক্ষুকের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আলাপ আলোচনা করে আমরা জানতে পারি তার এ আয়ের কথা। কথা প্রসঙ্গে এই খোঁড়া ভিক্ষুকটি আমাদের বলেন, আমার আয় একশ টাকার কম খুব কমই আয়। কোন কোন দিন ভাগ্য বালা অইলে আড়াই তিনশ এমনকি চাইর পাঁচশ টাকাও পাই। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন এই ভিক্ষুক। বারো তেরো বছর বয়সের সময় টাইফয়েড হয়ে এই লোকটি পঙ্গু হয়ে গেলে তাকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নামতে হয়। ময়মনসিংহের শম্ভুগঞ্জে ছোটকালে ভিক্ষা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা শহরের ভ্রাম্যমান ভিক্ষুক। ভিক্ষা করতে গিয়ে তাকে মাঝে মাঝে চাঁদাও দিতে হয় বলে তিনি জানান।

গত বছর ৩০ শে আগষ্ট দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'বিরানীর কথা বলে খিচুড়ি খাওয়ানো চলবে না' শীর্ষক সংবাদটি ইতোমধ্যেই সবার আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সংবাদের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট এলাকার ভিক্ষুকদের সাথে আমরা কথা বলতে যাই। একজন ভিক্ষুককে আলাদা করে ডেকে নিয়ে পত্রিকার কথা বললে তিনি বললেন, 'কি জানবার চান বলেন।'

আপনি সুস্থ সবল মানুষ ভিক্ষা করেন কেন?

চুরি তো করতাছি না। আমাগো এই কতা না জিগাইয়া চোরেগ জিগাইতে পারেন না হেরা চুরি করে কেন?

সেটাতো অন্য ব্যাপার। আমার কথা হচ্ছে আপনি তো ভিক্ষা না করে অন্য কাজকর্মও করতে পারতেন।

করি নাই কে কইল। রিক্সা চালাইতাম শরিয়তপুর শহরে, একবার ট্রাকের ধাক্কা খাইয়া হাত পা ছিলা গেল, চিকিৎসার জইন্য এর কাছে ওর কাছে হাত পাতা শুরু করলাম সেই যে অভ্যাস অইয়া গেল এরপর আর ছাড়বার পারলাম না।

রিক্সা চালিয়ে দৈনিক কত আয় হতো?

হেইটা তো ম্যালা আগের কতা, জিয়ার আমলে রিক্সা চালাইতাম দিনে ২৫/৩০ ট্যাকার বেশি পাইতাম না।

এখন কত পান?

ঠিক নাই, আমাগো ইনকাম কম। খোঁড়া কানা গো ইনকাম বেশি।

দাঁড়িমোচ কাটেন না কতদিন?

এ্যাকসিডেন্ট করনের পরেত্তে আর দাড়ি মোচ কাটা অয় নাই।

বিয়ে করেছেন?

করছিলাম, নতুন বউটা আমারে ফালাইয়া আরেকজনের হাত ধইরা গেল গা।

কেন গেল?

এ্যাকসিডেন্ট করছি যে।

এখন যৌনতাড়না অনুভব করেন না?

বুঝলাম না।

বুঝিয়ে বললাম, পরে এই ভিক্ষুকটি বলেন, ৫টাকা ১০টাকা দিয়েই তার আশেপাশের মেয়েদের ব্যবহার করে। কেউ কেউ আবার তার সাথে যারা ভিক্ষা করে তাদের বোন বা মেয়ে।

যদি বলা হয় দিনের বেলায় ভিক্ষা করে আর রাতে নিজ ঘরে বসে ডিস এ্যান্টেনায় ছবি দেখে তাহলে কি খুব অস্বাভাবিক শোনাবে? অস্বাভাবিক শোনা গেলেও এ ঘটনা সত্যি। এ লোকটির একটি হাত চিকন বেতের মত শীর্ণ ভিক্ষা করার সময় একটি ছেঁড়া লুঙ্গি পরে হাতটিকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে মুখ বিকৃত করে ভিক্ষা প্রার্থনা করে। গুলিস্তান, ফার্মগেট, মহাখালীসহ বেশ কয়েকটি স্থানের অনেক ভিক্ষুকের ঘরে সুন্দরী স্ত্রী রয়েছে। স্ত্রী ঝি-এর কাজ করে। একটি ছোট ছেলে আছে। ছেলেটিও বাবার উত্তরসুরী। যাত্রাবাড়ী এলাকায় ছেলেটি ভিক্ষা করে। যাত্রাবাড়ীর চৌরাস্তার পূর্বদিকে দনিয়া নামক স্থানে ৬০০ টাকা বাসা ভাড়া দিয়ে এ লোকটি থাকে। তার ঘরে রয়েছে চৌদ্দ ইঞ্চি সাদা কালো টিভি। ঘরে ভি, সি, আর না থাকলেও ডিস এ্যান্টেনার লাইন রয়েছে। সারাদিন ভিক্ষা করে ঘরে ফিরে এসে সন্ধ্যায় জি,টি,ভির প্রোগ্রাম দেখা তার নিয়মিত রুটিনের কাজ। মীরপুর ১ নং সেকসনের গুদারাঘাটে কাসেমের বাড়ী নামে পরিচিত এ বাড়িতে ভাড়া থাকে একটি পরিবার, পরিবারে কর্তা রিক্সা চালান। কর্ত্রী সংসার দেখা শোনা করেন। এ পরিবারের চার ছেলে মেয়ের মধ্যে বড় দুজনের আয়ের পথ হল ভিক্ষাবৃত্তি। বড় ছেলেটির নাম দীন ইসলাম। বয়স ১২ বছর। অত্যন্ত মায়াময় চেহারা। তার করুণ আহ্বানে কেউ সাড়া না দিয়ে পারে না। দীন ইসলামের চোখে বসন্ত ওঠে আধা অন্ধ হয়ে যায়। সে মূলতঃ অফিস আদালতে ভিক্ষা করে বেড়ায়। গত ৬ই সেপ্টেম্বর কাকরাইলের এক চলচ্চিত্র অফিসে দীন ইসলামের সাথে আলাপকালে সে তার পরিবার সম্বন্ধে এ তথ্যগুলো জানায়। দীন ইসলাম প্রথমে তার আয়

সম্পর্কে দৈনিক ২০/৩০ টাকা বলে জানায়। পরে তার হাতে দশ টাকার একটি নোট গুজে দিয়ে আসল কথা জানতে চাইলে সে জানায় ২০০ থেকে ৩০০ টাকা তার দৈনিক আয় এবং পবিবারে সবচেয়ে বড় আয়টিই হচ্ছে তার ভিক্ষালব্ধ অর্থ।

চলচ্চিত্র অভিনেতা ভিক্ষুক। কথাটি কি অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে? কিন্তু এটি সত্যি ঘটনা। নাদিম মাহমুদ পরিচালিত 'আখেরী হামলা' ছবিতে ক্র্যাচে ভরকরে যে পঙ্গু ছেলেটি অভিনয় করেছে এ ছেলেটির পেশা হল ভিক্ষা করা। ১৫/১৬ বছরের এ ছেলেটির দৈনিক আয় চারশ থেকে পাঁচশ টাকা। কখনও কাকরাইল চৌরাস্তার মোড়ে কখনও গুলিস্তান বিল্ডিং এর ফিল্ম অফিসে আবার কখনও ফরিদপুর ম্যানসন বা ভূঁইয়া ম্যানসনের ফিল্ম অফিসে এ ছেলেটিকে দেখা যায় ক্রাচে ভর করে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। ল্যাংড়া নামের আড়ালে এ ছেলেটির আসল নাম হারিয়ে গেছে। চলচ্চিত্রের এই কিশোর অভিনেতা ভিক্ষুকটি রাজমনি সিনেমা হলের সামনে ঘুরে বেড়ানো ভ্রাম্যমান পতিতাদের নিকট খুব চাহিদা সম্পন্ন। কারণ প্রায়ই সে এসব মেয়েদের টিকেট কেটে ছবি দেখায়। তার পাশে বসে ছবি দেখা শেষ হলে মেয়েদের হাতে ২০/৫০ টাকা তুলে দেয় অথবা এদের কাউকে নিয়ে দুপুর বেলায় লাঞ্চ করে।

চলচ্চিত্র পাড়ার আরো একজন ভিক্ষুক আছেন যিনি ভিক্ষা করেন হক মাওলা বলে। দাড়ি গোঁফে চুলে এবং জোব্বায় তার বেশ পীর পীর ভাব। এই লোকটি মাস্তান নামেই সমধিক পরিচিত। গ্রামের বাড়িতে তার বৃদ্ধা মা স্ত্রী এবং ছেলে মেয়ে রয়েছে। এক ছেলে ক্লাস ফোরে পড়ছে। প্রতি মাসে এ লোকটি দুই থেকে তিন হাজার টাকা নিয়ে বাড়িতে যায়। তিন চার দিন বাড়ীতে থেকে পুনরায় ফিরে আসে। সিনেমায় ভিলেনদের সাথে এ লোকটি অভিনয় করে। এ পর্যন্ত প্রায় বিশটি ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন। চলচ্চিত্রে অভিনয় করে অবশ্য কোন ছবি থেকেই পাঁচশ টাকার বেশি পাননি বলে তিনি জানান। ভিক্ষুকরা জায়গা ভাড়া নিয়ে ভিক্ষা করে। এ ব্যাপারটিও হয়তো অবিশ্বাস্য মনে হবে। শবে বরাত, ঈদ, শবে কদর

ইত্যাদি পবিত্র দিনগুলোতে ভিক্ষুকদের জায়গা ভাড়া নিয়ে ভিক্ষা করতে হয়। এসব দিনে বা শুক্রবারে আজিমপুর কবরস্থানে, বায়তুল মোকাররম, বনানী গোরস্তান, জাতীয় ঈদগাহসহ প্রতিটি মসজিদেই ভিক্ষুকদের তুমুল ভিড় আমাদের চোখে পড়ে। আজিমপুর কবরস্তানের সামনের রাস্তাটি প্রবিত্র দিনেই এলাকার মাস্তানরা ভিক্ষুকদের কাছে ভাড়া দিয়ে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার মত আয় করে থাকে। এ টাকার অংশ আবার পুলিশরাও পায়।

ঢাকা কলেজের অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র চঞ্চল দাস জানান, গত শবে বরাত রাতে ভিক্ষুকদের জায়গা ভাড়া দিয়ে তার বন্ধু পাঁচ হাজার টাকা পায়। এ টাকা পরের দিন তারা হুইস্কি, মুরগীর কাবার, ব্লু ফিল্ম ও দুটি ভাড়া করা মেয়ের পেছনে খরচ করে। ছাত্র পরিচয়ের ভিক্ষুক, ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান পরিচয়ের ভিক্ষুক, বাড়ি যাওয়ার ভাড়া নেই পরিচয়ের ভিক্ষুক ইত্যাদি বিভিন্ন পরিচয়ের ভিক্ষুকদের সম্মুখীন হতে হয় আমাদের প্রতিনিয়ত। নেংটি পরা, লম্বা দাড়ি, লম্বা চুল অলা ভিক্ষুকদের কদর সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব বেশি। এ ধরনের ভিক্ষুকদের ভেতরে আলৌকিক ক্ষমতা আছে বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন। জাকির হোসেন নামের এক তরুণ জানান, তিনি প্রায়শই এক ভিক্ষুকের কাছ থেকে চা, সিগারেট, চানাচুর, বিস্কিট খেয়ে থাকেন। এই ভিক্ষুকটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ শরীরের অধিকারী, লম্বা দাড়ি, লম্বা চুল গলায় আল্লাহু লেখা একটি লকেট ঝোলানো, পরনে শুধুমাত্র নেংটি পরা। এই ভিক্ষুক মহিলা দেখলেই হাত দিয়ে মাথায় ঘোমটা তুলে নিয়ে হাতটা পেতে রাখেন। একদিন এই অবস্থায় তাকে দেখতে পেয়ে জাকির হোসেন ডাক দিয়ে বলেন, 'মামু ইনকাম তো বালাই আমার কশিন দাও।' লোকটি থথমথ খেয়ে জাকির হোসেনের হাতে পঞ্চাশ টাকার একটি নোট তুলে দেয়। সেই থেকে তাদের খাতির জমে যায়। এই লোকটির আয় কখনও কখনও হাজার টাকাও ছাড়িয়ে যায় বলে জাকির হোসেন জানান।

ঢাকা শহরে ভিক্ষুকদের আনাগোনা সবচেয়ে বেশী দেখা যায় বায়তুল

মোকাররম, হাইকোর্ট ও মীরপুর মাজারে। এছাড়া গুলিস্তান, ফার্মগেট এলাকায়ও ভিক্ষুকদের ব্যাপক বিচরণ। মীরপুর শাহ্ আলী মাজারে শবে বরাত, শবে কদর-এর সময় প্রায় এক মাইল এলাকাব্যাপী ভিক্ষুকদের লাইন দেখা যায়। এসব ভিক্ষুকদের এসব বিশেষ দিনে জায়গা ভাড়া নিয়ে ভিক্ষা করতে হয়। শাহ্ আলী মাজার এলাকায় শবে বরাত বা শবে কদর-এর রাতে এলাকার মাস্তানরা শুধুমাত্র রাস্তায় জায়গা ভাড়া দিয়েই প্রায় লক্ষাধিক টাকা আয় করে বলে জানা যায়। পল্টন থেকে জিপিও যেতে হাতের বাঁ পাশে যে পার্কটি পড়ে প্রতিদিন দুপুরের পরে এখানে ভিক্ষুকদের মাস্তানদের হাতে তুলে দিতে দেখা যায়। অনেকে আবার ভিক্ষা করে থাকেন ছাপানো লিফলেট হাতে নিয়ে। বাসে, অফিসে, আদালতে এঁরা ছাপানো লিফলেট সবার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করে। ইদানিং অধিকাংশ ভিক্ষুক পঞ্চাশ পয়সার কম ভিক্ষা দিলে ভীষণ মাইন্ড করে। দশ পয়সা বা চার আনা ভিক্ষা দিয়ে ভিক্ষুকের গাল খেয়েছেন এরকম নজির রয়েছে অসংখ্যা।

মীরপুর শাহ আলী মাজার এলাকায় কিছুদিন আগে একজন সাধারণ ভদ্রলোক এক ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিয়ে নাজেহাল হয়ে ফিরে আসেন। টি এন্ড টি তে কর্মরত এ লোকটি দু' টাকার একটি নোট এক অশতিপর বৃদ্ধের হাতে তুলে দিলে পাশে দাঁড়ানো কয়েকটি ভিক্ষুক তাদেরকেও ভিক্ষা দিতে বলে। কিন্তু ভদ্রলোক একটা ধমক দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে নিলে তাকে পেছন থেকে জাপটে ধরে বলে 'ট্যাকা দিয়ে যা'। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক দশ টাকার একটা নোট ওদের হাতে তুলে দিয়ে তবেই রেহাই পান। এরপর ভদ্রলোক তওবা করেন জীবনে আর কখনও মাজারে ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দেবেন না। শোনা যায় এমনও ভিক্ষুক রয়েছে যাদের এই ঢাকা শহরেই বাড়ি রয়েছে। ভিক্ষা এমন একটি পেশা যা কখনও ছাড়া যায় না। ভিক্ষা যে কাউকে কর্মহীন করে ফেলতে পারে। অভাব এবং অলসতা থেকে এই ভিক্ষার সৃষ্টি। কিন্তু অভাবে পড়ে ভিক্ষা শুরু করলেও অভাব কেটে যাওয়ার পর আর ভিক্ষা বৃত্তি ছাড়া সম্ভব হয় না।

দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার দৃষ্টিতে ভিক্ষুক ও ভিক্ষা

বিমান বন্দর এলাকায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রী অথবা সহযাত্রী প্রত্যেককেই প্রথমে মুখোমুখি হতে হয় ভিক্ষুক কিংবা ফেরিওয়ালার। যারা বিদেশ থেকে আসেন তাদের ওপর তো ভিক্ষুকরা রীতিমত চড়াও হয়ে পড়ে। পকেটে হিসাব বিহীন বিদেশী মুদ্রা, তাই ভিক্ষুকদের প্রত্যাশাও থাকে বেশি। অনেক ভিক্ষুকের আবার টাকায় মন ভরে না, তাদের চাই ডলার, পাউন্ড কিংবা অপর কোন বৈদেশিক মুদ্রা। একটু গোবেচারা চেহারার যাত্রী পেলে ভিক্ষুকরা তাকে এমনভাবে ছেকে ধরে অর্থ আদায় করে, যাকে রীতিমতো ছিনতাই-ই বলা চলে।

এর সবই ঘটে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পুলিশ কিংবা আনসারের চোখের সামনে। দেখেও তারা ভান করে না দেখার। অথচ আইন অনুযায়ী বিমান বন্দর এলাকাতেই কোন প্রকার ভিক্ষুক কিংবা ফেরিওয়ালার প্রবেশ নিষিদ্ধ। এ আইন পুলিশ যেমন জানে তেমনি জানে ভিক্ষুক কিংবা ফেরিওয়ালারাও। অবাঞ্ছিতদের উপস্থিতি সম্বন্ধে কর্তব্যরত পুলিশকে জিজ্ঞাসা করলে তারা জবাব দেয়— টার্মিনালের বাইরের এই বারান্দামত জায়গায় দু'জন মাত্র পুলিশের ডিউটি। আমরা দু'জনে কতদিক সামলাবো? ফকির-হকারদের একদিক দিয়ে তাড়ালে তারা আরেক দিক দিয়ে ঢুকে পড়ে। তাছাড়া গাড়ির জটলা যাতে সৃষ্টি না হয় সে দিকটাও দেখতে হয় আমাদের এই দু'জনকেই। বিপরীত দিকে ফেরিওয়ালা ও ভিক্ষুকের বক্তব্য স্পষ্ট আমরা তো এখানে বসার জন্য চাঁদা দেই।

দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার দৃষ্টিতে ভিক্ষুক ও ভিক্ষা

অভিনব ভিক্ষা বৃত্তি!

ভিক্ষাবৃত্তির দুষ্টচক্রে প্রতিদিনই যুক্ত হচ্ছে নতুন মাত্রা। ভিক্ষুককে যত বেশি অসহায় আর দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে দেখান যাচ্ছে ততই বাড়ছে ভিক্ষা প্রাপ্তির পরিমাণ। এ কালচক্র থেকে রেহাই পাচ্ছে না অবোধ শিশুরাও। সমাজে প্রতিনিয়ত এসব অমানবিক কর্মকাণ্ড প্রকাশ্যে চললেও প্রতিকার হচ্ছে না কোন। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগও ভান করছে দেখেও না দেখার। নগরীতে হরেক রকমের ভিক্ষুক প্রতিনিয়তই দৃশ্যমান। দ্বারে দ্বারে যেয়ে ভিক্ষা করার পাশাপাশি জনবহুল এলাকায় রাস্তার পাশে স্থায়ীভাবে বসেও ভিক্ষা করতে দেখা যায় অনেককে। এসব ভিক্ষুকের অধিকাংশই বিকলাঙ্গ। অভিজ্ঞ মহলের মতে, এদের সবাই জন্ম থেকেই বিকলাঙ্গ নয়। একটি সংঘবদ্ধ চক্র এদের নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজের ছিন্নমূল অনেক শিশু-কিশোরকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে এরা অপহরণ করে। এর পর অমানুষিক প্রক্রিয়ায় তাদের বিকলাঙ্গ করে বাধ্যতামূলক ভাবে নিয়োজিত করা হয় ভিক্ষাবৃত্তিতে। ভিক্ষার মাধ্যমে এদের উপার্জিত অর্থের সিংহভাগই চলে যায় ঐ চক্রটির হাতে, বিকলাঙ্গ ভিক্ষুক যা পায় তা দিয়ে তার বেঁচে থাকাই হয় দায়।

নগরীর বিভিন্ন এলাকায় এ সব বিকলাঙ্গ ভিক্ষুককে দেখা যায়। গুলিস্তান এলাকায় প্রায়ই দেখা যায় ছয় থেকে সাত জন বিকলাঙ্গ যৌথভাবে গান গেয়ে ভিক্ষা করছে। এদের কারও দু'টো পা নেই, হাত নেই, কারও আবার থাকলেও সেগুলো হয়ে আছে কাঠির মতো সরু। এদের কারোরই আয় দৈনিক এক থেকে দেড় শ' টাকার কম নয়। ফার্মগেটের ওভার ব্রিজে এ ধরনের পঙ্গু ভিক্ষুকদের সবচেয়ে জমজমাট অবস্থান। সাত থেকে আটজন বিভিন্ন ধরনের বিকলাঙ্গ প্রতিদিন ওভার

ব্রিজের বিভিন্ন স্থানে শুয়ে থেকে উদ্ভট শব্দ সহকারে ভিক্ষা করে। বছরখানেক আগে একবার এই ওভার ব্রিজের ওপর থেকে একজন প্রতারককে আটক করা হয়েছিল। সে সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও সারা শরীরে চট মুড়ে বিকলাঙ্গ সেজে ভিক্ষা করত।

এ ধরনের ভিক্ষাবৃত্তির সবচেয়ে বিভীষিকাময় বিষয় হচ্ছে বিকলাঙ্গ শিশুদের দিয়ে ভিক্ষা করান। এ ধরনের এক শিশুকে গত মাসখানেক ধরে দেখা যাচ্ছে ফকিরেরপুল ট্রাফিক সিগন্যালের কাছে। রুমী নামের এ মেয়েটির বয়স এক কি বড়জোর দেড় বছর। তার মাথায় একটি দগদগে ঘা। ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ি থামলেই একটি দশ বারো বছরের কিশোর শিশুটিকে কোলে করে কার বা স্কুটারের পাশে নিয়ে যায়। শিশুটি মাথা খলিয়ে যাত্রীদের তা দেখায়। আতঙ্কিত বা শিহরিত যাত্রীরা চিকিৎসার জন্য দু'এক টাকা দেয়। এভাবেই চলছে। কিন্তু প্রাপ্ত টাকা চিকিৎসায় ব্যয় হচ্ছে না। কিশোরটির সাথে কথা বলে জানা গেছে, দৈনিক তাদের আয় পঞ্চাশ টাকার মতো। শিশুটির চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে চাইলেও সে আপত্তি জানায়। এভাবেই চলছে সর্বত্র। শিশু মারাত্মক কোন দর্শনযোগ্য রোগে আক্রান্ত হলে স্বার্থান্বেষী অভাবী পিতামাতারা সেটাকে ব্যবহার করছে ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যম হিসাবে। একটি অবোধ শিশু প্রয়োজনীয় চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, পাশাপাশি গড়ে উঠছে একজন পেশাদার ভিক্ষুক হিসাবে।

সমাজে ছিন্নমূল ও ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের একটি বিভাগ রয়েছে। কিন্তু উক্ত সমাজ কল্যাণ বিভাগের কার্যক্রম খুবই সীমিত। মাঝে মধ্যে এরা ছিন্নমূল ও ভবঘুরেদের সংগ্রহ অভিযানে নামে। কিন্তু পেশাদার ভিক্ষুকরা সব সময়ই থাকে এদের নাগালের বাইরে। এভাবে সমাজে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে একটি ভিক্ষুক শ্রেণী। যারা সমাজের অপকার ছাড়া আর কোন কাজেই আসে না।

ভিক্ষুকসহ সমাজের ছিন্নমূলদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকারী

উদ্যোগকে তুলনা করা যায় মরুভূমিতে জলবিন্দুর সাথে। অভিজ্ঞ জনদের মতে, দেশে এরকম ছিন্নমূল ভিক্ষুকের সংখ্যা প্রায় অর্ধকোটির মতো। অথচ বিপুল সংখ্যক পুনর্বাসনের জন্য সরকারী ব্যবস্থাপনায় রয়েছে মাত্র সাতটি ভবঘুরে কেন্দ্র এবং ৭৩টি এতিমখানা। এ প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বসাকুল্যে বিশ হাজারেরও কম লোকের পুনর্বাসনের জন্য সরকারী ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে। তার ওপর আবার এদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ও মান নিয়েও রয়েছে নানা রকম প্রশ্ন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিন্নমূলরা পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এই বঞ্চনার কিছুটা আসে সরকারী অমনোযোগিতায়, আর বাকিটা হয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কারণে।

পর্যবেক্ষক মহলের মতে, সুস্থ ও উন্নত সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্যেই ছিন্নমূল ভিক্ষুক শ্রেণীর উচ্ছেদ করতে হবে। এদের মধ্য থেকে দূর করতে হবে কর্মবিমূখতা। বিভিন্ন সামাজিক বেসরকারী সংগঠনের পাশাপাশি সরকারকেও এ ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে হবে কার্যকর পরিকল্পনা। তারপর দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে কঠোর ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে সেগুলো।

দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকার দৃষ্টিতে ভিক্ষুক ও ভিক্ষা

শুরু হয়েছিল ঈদের আগেই। জুমাতুল বিদার দিন ঢাকা মহানগরীর কিছু মসজিদ ও কবরস্থানের সামনে এবং কিছু এলাকায় দৃশ্যটি দেখা গেলো। ঈদের দিন রোববারও তা দেখা গেছে।

আতর জড়ানো এক টুকরা তুলা হাতে দিয়ে তারা হাত পেতেছে। প্রসারিত হাতের ভাষা ছিল— "ভিক্ষা দ্যান।" ভিক্ষার কথা মুখ ফুটেও বলেছে। কেউ কেউ বলেছে, —"আতর নেন ঈদি দ্যান।"

পদ্ধতিটি নতুন নয়। তবে ঈদের আগে ও ঈদের দিনে, একাধিক এলাকায় একাধিক ব্যক্তিকে এভাবে ভিক্ষা করতে এর আগে কখনো দেখা গেছে বলে মনে পড়ে না। মসজিদ ও কবরস্থানের সামনেই শুধু নয়, তারা বাসাবাড়িতেও গেছে। কিছু এলাকায় আমি নিজে দেখেছি। কিছু খবর নানাজনের কাছে পেয়েছি।

ভিক্ষা এ দেশে বিদেশে নতুন কোন দৃশ্য নয়। তবে দেশে বিদেশে ভিক্ষার রকমফের রয়েছে। আমাদের দেশে ভিক্ষা চাওয়ার নানা ধরন রয়েছে। কালপ্রবাহে তার নানা অদলবদল হয়েছে। বদলে গেছে ভিক্ষার বুলি। 'মাধুকরী'র সঠিক খবর জানি না। এদেশে কি মাধুকরী এখনো আছে?

শুনেছি আগের চেয়ে ভিক্ষার 'রেট' এখন বেড়ে গেছে। নির্দিষ্ট একটি অংকের নিচে ভিক্ষুকরা এখন আর ভিক্ষা নিতে চায় না। ভিক্ষা সামগ্রীতে আগের চেয়ে অনেক নতুন সামগ্রীর সংযোজন হয়েছে। শোনা যায়, আগের চেয়ে ভিক্ষুকদের অনেকেই এখন বেশ 'অ্যাগ্রেসিভ'। এসব বৃত্তান্ত লিখতে গেলে অনেক জায়গার দরকার হবে। আপাতত থাক।

মানুষ ভিক্ষা করে। বিভিন্ন সংগঠন-প্রতিষ্ঠান ভিক্ষা করে। এক দেশ আরেক দেশের কাছে ভিক্ষা চায়। একেক ভিক্ষার একেক ধরন। একেক আদল। উন্নত বিশ্বের ভিক্ষার ধরন সব সময় জানা যায় না। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা সবসময় সারা বিশ্বকে তা জানায় না। তবে উন্নয়নশীল ও

উন্নয়নমুখী এবং অনুন্নত দেশের ভিক্ষা কিছু 'অফবিট' বা ব্যতিক্রমী মজার খবর পেলেই আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা তা ক্রিড করে এটি লক্ষ্য করেছি এবং গুরুত্বপূর্ণ খবরও।

মালয়েশিয়ার 'মালয় মেইল' প্রক্রিকায় গত ৫ জানুয়ারি বুধবার একটি খবর বেরিয়েছে। পরে এএফপি ফের তা ক্রিড করেছে। খবরে বলা হয়েছে— "মালয়েশিয়ার জনগণের দান-ধ্যানের ঐতিহ্যের কারণে কুয়ালালামপুরে ভিক্ষুকদের উৎপাত দমন করা সম্ভব হচ্ছে না। সমাজকল্যাণ বিভাগ ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর মাস অবধি কুয়ালালামপুরে ৪৭০ জন ভিক্ষুককে আটক করে। এর মধ্যে ৪৫ জন বিদেশী।"

পবিত্র রমজান মাসে এবং ঈদের আগে সরকারে সমাজকল্যাণ বিভাগের পরিচালক এনএম পিল্লাই বলেছেন, বছরের এসময়ে ভিক্ষাবৃত্তি রোধ করা খুবই কঠিন। কারণ এ সময় জনসাধারণ বেশি দানশীল হয়। অনেকেই রমজান মাসে ভিক্ষাদানকে পুণ্যের কাজ বলে মনে করেন। পিল্লাই বলেছেন, দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে জনসাধারণের এই মনোবৃত্তিই ভিক্ষাবৃত্তি অব্যাহত থাকার কারণ। যাদের আসলেই ভিক্ষার প্রয়োজন কেবল তাদেরই ভিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন পিল্লাই। তার বক্তব্য, ভিক্ষুকদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছে যারা কাজ করতে সক্ষম কিন্তু কাজ করতে চায় না।

'মালয় মেইল'-এর খবরে আরো বলা হয়েছে, পত্রিকাটি এমন একজন ভিক্ষুকের খবর পেয়েছে, যে ভিক্ষার আয় দিয়ে হোটেলে বাস করে। ওটি কতো তারকাখচিত, কিংবা আদৌ তারকাখচিত কিনা অথবা ওটি কোন স্ট্যান্ডার্ডের হোটেল এ সম্পর্কে অবশ্য কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি তবে ভিক্ষুক হোটেলে থাকে এটাই তো জবর খবর।

আমাদের দেশেও খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এমন বহু ভিক্ষুক রয়েছে যারা মহাজনী কারবার করে। নিজস্ব এক বা একাধিক বাড়ি রয়েছে এবং সেসব বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়। এই মহানগরীতে এমন অনেক ভিক্ষুকের খোঁজ পাওযা যাবে যাদের দৈনিক আয় কয়েকশ টাকা। এমন বহু ভিক্ষুক রয়েছে যাদের নিজেদেরই ভিক্ষা দেওয়ার সামর্থ্য আছে। অনেক পার্টটাইম ভিক্ষুকও রয়েছে, যারা দিনরাতের কিছু সময়ে ভিক্ষা করে, কিছু সময় অন্য কাজ করে।

অতীতে দেখা গেছে, পবিত্র শবেবরাত, মোহররম, ঈদ উপলক্ষে কিছু 'মহাজন' ঢাকার বাইরে থেকে ভিক্ষুক ঢাকা শহরে আমদানি করতো ব্যবসা করার জন্য। পত্রিকায় এ নিয়ে খবরও ছাপা হয়েছিল। একদা এই শহরে ছিল পকেটমারদের মতো ভিক্ষুকদেরও ট্রেনিং স্কুল অবশ্য পরিচালিত হতো গোপনে। খোঁজ নিলে হয়তো 'সিন্ডিকেট'ও আছে। এমনকি হয়তো রয়েছে 'গডফাদার'।

ভিক্ষুক বিষয়ক আরেকটি বিদেশী খবরের কথা মনে পড়েছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে খবরটি ক্রিড করে রয়টার্স। এতে বলা হয়, কম্বোডিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীর যোগসাজশে সে দেশের অপরাধীচক্র ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগকরার জন্য হাজার হাজার কম্বোডীয় শিশুকে থাইল্যান্ডে পাঠাচ্ছে। থাই কর্তৃপক্ষ প্রতি সপ্তাহে সেদেশ থেকে ৪-৫ শত কম্বোডীয় শিশুকে ফেরত পাঠাচ্ছে। এসব শিশুর বেশিরভাগই থাইল্যান্ডে গিয়েছিল ভিক্ষা করার জন্য। থাইল্যান্ডে ৮০ হাজারেরও বেশি কম্বোডীয় নাগরিক অবৈধভাব বসবাস করছে। এদরে মধ্যে অনেকেই শিশু।

আতর দিয়ে ভিক্ষার দুটি পুরোনো খবরের কথা মনে পড়ছে। ১৯৭২ সালের জুন কিংবা জুলাই মাসে 'দৈনিক বাংলা'য় খবরটি বের হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতলের সামনে তখন মাঝ বয়সী এক লোককে প্রতিদিনই দেখা যেতো। বাসের কনডাক্টরদের মতো তার কাঁধে ঝোলানো থাকতো চামড়ার একটি ব্যাগ। সেই ব্যাগের ভেতরে থাকতো নানা ধরনের আতরের শিশি। আতর মাখানো তুলা বাড়িয়ে দিয়ে সে বলতো, "দয়া কইরা একটু আতর লাগাইয়া যান। দুই আনা চাইর আনা যার যা ইচ্ছা হয় দিয়া যান। খুশবু লইয়া পথ চলবেন।......."

১৯৭৫ সালের ২৫ অক্টোবর দৈনিক বাংলায় বের হয় ঢাকা মহানগরীর ভিক্ষা-ব্যবসায়ী ফরিদপুর জেলার শিবচর থানার বহরমগঞ্জ গ্রামের রহম আলী মুনশির খবর। মুনশির হাতে থাকতো সস্তা দামের বেলী ফুলের আতরের শিশি। পথচারীদের গায়ের কাপড়ে আতর লাগিয়ে দিয়ে ভিক্ষা চাইতো মুনসী— "আতর লাগানো সুন্নত। পরিবারে টাকা পয়সা দেওয়া সওয়াবের কাম। আতর নিয়ে সওয়াব হাসিল করেন।"

'বাসস' একটি খবর ক্রিড করেছে। ঢাকায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে দরিদ্র লোকের সংখ্যা ৬ কোটির বেশি। চরম দরিদ্র লোকের সংখ্যা ৩ কোটির বেশি।

ক্যাব-এর জরিপজাত কিছু তথ্য বেরিয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক-এ। এতে বলা হয়েছে, ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশে জীবনযাত্রার ব্যয় ৬ দশমিক ৪২ ভাগ বেড়েছে। পণ্যমূল্য বেড়েছে গড়ে ২ দশমিক ১৩ শতাংশ। ১৯৯৮ সালে দেশে জীবনযাত্রার ব্যায় বেড়েছিল ৬ দশমিক ৫৮ শতাংশ।

বাংলাদেশে এই যে ৩ কোটিরও বেশি লোক 'চরম দরিদ্র' হিসেবে রয়েছে এদের মধ্যে কতোজন, কতো শতাংশ ভিক্ষা করার মতো অবস্থায় রয়েছে? সে খবর জানা যায়নি। তাছাড়া অন্য কিছু অসুবিধাও রয়েছে। এদেশে বহু লোক ভিক্ষা করে 'অভাবে।' আবার বহু লোক ভিক্ষা করে 'স্রেফ স্বভাবদোষে।' যথার্থ ভিক্ষুকদের শ্রেণী বিভাজন আসলেই কঠিন কাজ।

অনেকের কাছেই এদেশে ভিক্ষা হলো সহজসাধ্য একটি কাজ। পথের ভিক্ষুক থেকে তাবড় তাবড় অনেকেই তা করে থাকে। শুধু ধরনটি আলাদা। বন্ধনীর বিতরে একটি কথা বলে রাখি। অনেকে বলেন, ভিক্ষা ব্যবসায় 'ইনভেস্টমেন্ট'-এর প্রয়োজন হয় না। কথাটি ঠিক নয়। অনেক ভিক্ষুককেই 'ভেক' ধরার জন্য কিছু খরচ করতে হয়। মহল্লার মস্তানরাও ভিক্ষুকদের কাছে থেকে চাঁদা নিয়ে থাকে। তাছাড়া বিশেষ বাহিনীর কিছু লোকও ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পয়েন্টে ভিক্ষুকদের কাছ থেকে 'তোলা' আদায় করে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে।

'বৈদেশিক অর্থনৈতিক সংকটের পরাঘাত' বিষয়ক এক প্রতিবেদনে গত ৭ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাঙ্ক বলেছে যে, ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বে দারিদ্র্যের মাত্রা অর্ধেকে কমিয়ে আনার আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য না-ও অর্জিত হতে পারে। তখন বাংলাদেশের হাল কি হবে? দরিদ্রের সংখ্যা কি এদেশে বাড়বে? ভিক্ষুকের সংখ্যা কি বাড়বে? একটি কথা বলি। ভিক্ষাই যদি একটি দেশের বিপুলসংখ্যক লোকের স্বভাব হয়ে যায়, তখন প্রয়োজন হয়ে পড়ে যথাযথ 'মটিভেসন' বা প্রণোদনা এবং তার পাশাপাশি যথাযথ পুনর্বাসন ব্যবস্থা। আমাদের দেশে এই কাজ কি সমান্তরালভাবে,

কার্যকরভাবে চলছে? সরকারি কর্তৃপক্ষ অতীতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলাকা থেকে ভিক্ষুকদের পাকড়াও করেছেন, ভবঘুরে পুনর্বাসন কেন্দ্রে নিয়ে গেছেন, পুনর্বাসনের কিছু উদ্যোগও নিয়েছেন। তাতে কি সমস্যার কোন কার্যকর সমাধান হয়েছে।

'ভোরের কাগজ'-এর একটি খবরে ফিরে যাচ্ছি। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'অল্পকথা' কলামে 'ভিক্ষুক সমাবেশ' শিরোনামে খবরটি বেরিয়েছিল গত ২৬ নভেম্বর। বগুড়া প্রতিনিধির পাঠানো খবর। এতে বলা হয়, কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক আদমদিঘি শাখার সামনে ভিক্ষকদের এক অভিনব সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। আয়োজন করেছিলেন সান্তাহার রথবাড়ি মসজিদের ইমাম ক্বারী আবদুল গফুর এবং বিএডিসির কর্মচারী আলী আসগর।

এর বেশি খবর 'ভোরের কাগজ' দেননি। ভিক্ষুকদের সমাবেশ কেন করা হয়েছিল? কী কী দাবি ছিল ভিক্ষুকদের? কতো ভিক্ষুক এসেছিল সমাবেশে? কোনো ববিষ্যৎ কর্মসূচী কি ঘোষণা করা হয়েছে? না, তার কোন খবর পত্রিকায় নেই। অল্পকথা তো তাই অল্প কথাতেই খবরটি বলেছে ভোরের কাগজ। তবে আমাদের তো জানতে ইচ্ছা করে, কেন? কেন? এবং কেন?

আতর ও ভিক্ষা প্রসঙ্গে একেবারেই ভিন্ন ভুবনের ভিন্ন ধরনের একটি কথাও মনে পড়ে গেলো। লোকজন বলাবলি করে আর কি। আতর দিয়ে এদেশে অনেকে আবার অন্য কিসিমের 'ভিক্ষা' করতে চান। তবে কথা হলো, আতর দিলেই সব সময় 'ভিক্ষা' দেওয়া যায়? দেওয়া কি উচিত? বিবেচনা করে দেখবেন।

আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে **"ভিক্ষুক ও ভিক্ষা"** বইটির তৃতীয় সংস্করণ বের হওয়ায় তাঁরই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করছি এবং সেই রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে শুকরিয়া 'আদায় করছি'—

"আল-হামদু লিল্লাহ"

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

লেখকের মূল্যবান গ্রন্থগুলো পড়ুন

১। ফকীর ও মাযার থেকে সাবধান (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) (একত্রে)
২। সংক্ষিপ্ত ফকির ও মাযার থেকে সাবধান
৩। মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের ফযীলত (অনুবাদ)
৪। ভিক্ষুক ও ভিক্ষা
৫। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর পরিণতি
৬। স্বামী-স্ত্রীর মিলন তথ্য, ১ম ও ২য় খণ্ড (একত্রে) প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)
৭। পবিত্রতা অর্জন ও নামায আদায়ের পদ্ধতি (অনুবাদ)
৮। আল-মাদানী সহীহ্ নামায দু'আও হাদীসের আলোকে ঝাড়ফুঁকের চিকিৎসা
৯। আল-মাদানী সহীহ্ হজ্ব শিক্ষা
১০। আল-মাদানী তাজবীদ শিক্ষা
১১। বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনে বর্ণিত মর্মান্তিক ঘটনাবলী
১২। মক্কার সেই ইয়াতীম ছেলেটি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
১৩। কবীরা গুনার মর্মান্তিক পরিণতি
১৪। স্বামী-স্ত্রীর মিলন তথ্য, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড (একত্রে)
১৫। মানুষ বনাম মেয়ে মানুষ

সহীহ্ হাদীসের আলোকে আল-কুরআনে বর্ণিত কাহিনী সিরিজ ঃ—

১৬। আদম ও নূহ (আঃ) সিরিজ নং ১
১৭। হূদ, সালিহ্ ও লূত (আঃ) সিরিজ নং ২
১৮। ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) সিরিজ নং ৩
১৯। ইউসুফ ও ইউনুস (আঃ) সিরিজ নং ৪
২০। আইয়ূব ও মূসা (আঃ) সিরিজ নং ৫
২১। দাউদ, সুলাইমান, শামউন, ও লুক্বমান (আঃ) সিরিজ নং ৬
২২। মারইয়াম ও ঈসা (আঃ) সিরিজ নং ৭
২৩। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিরিজ নং ৮
২৪। তাফসীর আল-মাদানী ১——১০ খণ্ড (প্রতি খণ্ডে ৩ পারা)

(মূল আরবী, উচ্চারণ, অর্থ ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে তাফসীর)

প্রাপ্তিস্থান

(১) হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (রুক্বাইবা স্টীল সেন্টার)
৩৮, বংশাল নতুন রাস্তা, ঢাকা-১১০০ ফোন ঃ ৯৫৬৩১৫৫
(২) আল-আমীন এজেন্সী, ১১১ স্টেডিয়াম, ঢাকা ফোন ঃ ৯৫৫৫৫৮৮
(৩) কাঁটাবন বুক কর্ণার, কাঁটাবন মস্‌জিদ (মেইন গেইট)
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৬৬০৪৫২